রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, জুলাই ৯, ২০২৫

[বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]

ওয়েলফেয়ার টেকনোলজিস সার্ভিসেস লিমিটেড
ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ
প্রধান কার্যালয়

'বিজ্ঞপ্তি'

ওয়েলফেয়ার প্ল্যাটফর্ম, সোশ্যাল সার্ভিসেস ও সোশ্যাল বিজনেস এস্টাব্লিশমেন্ট নীতিমালা, ২০২৫

তারিখ: ১২ আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ / ২৬ জুন ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

নং: ওয়েলফেয়ার টিএসএল/প্রশা/এনজিও সংস্থা/স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম/বিজ্ঞপ্তি-২০২৫.০০.০৬-২২৯ সকলের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ওয়েলফেয়ার টেকনোলজিস সার্ভিসেস লিমিটেড (ব্র্যান্ডিং: ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ)–এর নেতৃত্ব ও তত্ত্বাবধানে **"ওয়েলফেয়ার প্ল্যাটফর্ম, সোশ্যাল সার্ভিসেস ও সোশ্যাল বিজনেস এস্টাব্লিশমেন্ট নীতিমালা, ২০২৫"** প্রকাশ ও বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়েছে। নীতিমালার কার্যকর বাস্তবায়নে সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর এবং স্থানীয় অফিসসমূহের পাশাপাশি বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও) অংশীদার হিসেবে সহযোগিতা করছে। দারিদ্র্য বিমোচন, টেকসই উন্নয়ন এবং সামগ্রিক সামাজিক-অর্থনৈতিক অগ্রগতির লক্ষ্যে দেশি-বিদেশি দাতা সংস্থা, বিনিয়োগকারী ও অংশীদারদের সহযোগিতায় এবং লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রতিষ্ঠান ও জনস্বার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হলো।

প্রতিষ্ঠান ও জনস্বার্থে

নুর মোহাম্মদ সিদ্দিকী
চেয়ারম্যান (গ্রেড-১)।

মূল্য : টাকা ৪৮.০০

প্রথম অধ্যায়

প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও উদ্দেশ্য

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন**

(১) এই নীতিমালাটি "ওয়েলফেয়ার প্ল্যাটফর্ম, সোশ্যাল সার্ভিসেস ও সোশ্যাল বিজনেস এস্টাব্লিশমেন্ট নীতিমালা, ২০২৫" নামে অভিহিত হবে।

(২) প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য কোনো নীতিমালা, গেজেট বিজ্ঞপ্তি, চুক্তি বা সমজাতীয় দলিলে ভিন্নরূপ কোনো বিধান না থাকলে, এই নীতিমালার ধারা ও উপধারা যথাসম্ভব প্রযোজ্য আইন, বিধিমালা ও নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, দেশি-বিদেশি এনজিও, কোম্পানি, প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের জন্য কার্যকর হবে; যদি না নির্দিষ্ট কোনো আইন বা চুক্তিতে ভিন্ন কিছু নির্ধারিত থাকে।

২। **সংজ্ঞা**

এই নীতিমালার নির্দিষ্ট কিছু শব্দ বা বিষয়ের সঠিক ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা বা পরিচয় নিম্নে দেওয়া হলো:

(১) **বোর্ড অব ডাইরেক্টরস সদস্য বলতে বোঝাবে**—এই নীতিমালার আওতায় ওয়েলফেয়ার টেকনোলজিস সার্ভিসেস লিমিটেড এবং ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ-এর নিযুক্ত পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত সদস্যগণকে বোঝানো হবে, যারা প্রতিষ্ঠানের নীতিনির্ধারণ, তত্ত্বাবধান ও সার্বিক দিকনির্দেশনায় নিয়োজিত থাকবেন।

(২) **ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি ম্যানেজমেন্ট সদস্য বলতে বোঝাবে**—এই নীতিমালার আওতায় পরিচালনাগত দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ, কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট কর্মীবৃন্দ, যারা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করেন।

(৩) **সরকারি-বেসরকারি অনুমোদিত উন্নয়ন অংশীদারিত্ব ও সমন্বয় বলতে বোঝাবে**—এই নীতিমালার আওতায় সরকার অনুমোদিত অথবা স্বীকৃত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহের সহায়তায় উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন।

(৪) **সোশ্যাল সার্ভিসেস অংশীদারিত্ব ও সমন্বয় বলতে বোঝাবে**—এই নীতিমালার আওতায় দেশ ও বিদেশের এনজিও, কোম্পানি, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহের অংশীদারিত্বে সমাজসেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনায় সহযোগিতা গ্রহণ।

(৫) **সোশ্যাল বিজনেস অংশীদারিত্ব ও সমন্বয় বলতে বোঝাবে**—এই নীতিমালার আওতায় দেশি-বিদেশি ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ ও সমন্বয়ে সমাজভিত্তিক বাণিজ্যিক উদ্যোগ বাস্তবায়ন।

(৬) **প্রকল্প, কর্মসূচি রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন বলতে বোঝাবে**—ওয়েলফেয়ার কমিউনিটি ভিত্তিক কার্যক্রমের আওতায় সুবিধাভোগী সদস্যদের নিকট হতে গ্রহণযোগ্য এককালীন, অফেরতযোগ্য রেজিস্ট্রেশন ফি ও সাবস্ক্রিপশন ফি, যা সংশ্লিষ্ট প্রকল্প/কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তির পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচিত হবে।

(৭) **প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন শর্তাবলি বলতে বোঝাবে**—সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক সদস্যদের জন্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত শর্তাবলি মেনে চলার অঙ্গীকারকে বোঝানো হবে।

(৮) **ওয়েলফেয়ার কমিউনিটি এস্টাব্লিশমেন্ট বলতে বোঝাবে**—কমিউনিটি ভিত্তিক সদস্যগণের নির্ধারিত সময় পর্যন্ত সংগঠিতভাবে বিভিন্ন সেবা, সুবিধা ও কার্যক্রম গ্রহণ ও উপভোগের একটি কাঠামোবদ্ধ ব্যবস্থা।

(৯) **বিশেষ বিধানাবলি বলতে বোঝাবে**—ব্যতিক্রমী বা অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতিতে গ্রহণযোগ্য বিশেষ নীতিগত বা প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত ও অন্তর্বর্তীকালীন বিধান।

(১০) **প্রকল্প/উদ্যোগ বলতে বোঝায়**—সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে পরিকল্পিত, সংগঠিত ও বাস্তবায়িত যেকোনো কর্মকান্ড, কর্মসূচি, প্রতিষ্ঠান, সামাজিক উদ্যোগ অথবা অর্থনৈতিক কার্যক্রম।

(১১) **দান-অনুদান বলতে বোঝাবে**—যেকোনো সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, দেশি-বিদেশি এনজিও, কোম্পানি, প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ অথবা বাহ্যিক ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ বা সম্পদ, যা পুনঃপ্রদানের বাধ্যবাধকতা ব্যতিরেকে প্রকল্পের কল্যাণে ব্যবহৃত হয়।

(১২) **বিনিয়োগ বলতে বোঝাবে**—প্রকল্প বা উদ্যোগের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক/সম্পদীয় অংশগ্রহণ, যার মাধ্যমে আয় বা মুনাফা প্রত্যাশিত হয়।

(১৩) **ঋণ বলতে বোঝাবে**—নির্ধারিত চুক্তির ভিত্তিতে প্রদত্ত অর্থ বা সম্পদ, যা নির্ধারিত সময় ও শর্তে ফেরতযোগ্য।

(১৪) **প্রতিষ্ঠান/সংস্থা বলতে বোঝাবে**—এই নীতিমালার আওতাভুক্ত কোম্পানি ও এনজিওসমূহ, যারা যৌথভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

(১৫) **উন্নয়ন সহযোগী (Development Partner) বলতে বোঝাবে**—যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে পরিকল্পনা, অর্থায়ন, কারিগরি সহায়তা অথবা বিনিয়োগ বহির্ভূত অংশীদার হিসেবে ভূমিকা রাখে এবং সম্পদের সুষম ব্যবহার নিশ্চিত করে।

(১৬) **ওয়েলফেয়ার ডেভেলপমেন্ট কন্ট্রিবিউশন বলতে বোঝাবে**—প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পক্ষসমূহের সম্মিলিত শ্রম, সময়, অর্থ ও দক্ষতার অবদান।

(১৭) **পিপলস ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (PDC) বলতে বোঝাবে**—এই নীতিমালার আওতায় নির্দিষ্ট অঞ্চল বা সম্প্রদায়ভিত্তিক জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণে প্রতিষ্ঠিত একটি বিকেন্দ্রীকৃত সহায়ক কেন্দ্র। যা স্থানীয় পর্যায়ে প্রকল্প, কর্মসূচি, প্রশিক্ষণ, সচেতনতা এবং সেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করে।

৩। উদ্যোগের সূচনা

ওয়েলফেয়ার টেকনোলজিস সার্ভিসেস লিমিটেড (WTSL) ও ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ (WFB) জনগণনির্ভর এবং সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান, যা প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি একটি সুসংগঠিত কাঠামোর ভিত্তিতে পরিচালিত হয় এবং টেকসই উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

৪। প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিভঙ্গি

একটি স্বনির্ভর, ন্যায়ভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠন যেখানে প্রতিটি মানুষ সম্মান, সুযোগ ও মর্যাদার সঙ্গে জীবনযাপন করতে পারবে।

৫। প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য

প্রান্তিক জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে সামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রযুক্তি, মানবাধিকার এবং টেকসই জীবিকা সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি ন্যায়ভিত্তিক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজ গঠন করা।

৬। প্রতিষ্ঠানের মূলনীতি

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা, মানবিকতা ও সম্মান, অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্তগ্রহণ, লিঙ্গ সমতা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি ও টেকসই উন্নয়ন ও উদ্ভাবন করা।

৭। প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

(১) **পরিচালনা পর্ষদ/বোর্ড অব ডাইরেক্টর:** সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ও তত্ত্বাবধায়ক, যা সংস্থার নীতিমালা প্রণয়ন, কার্যক্রম অনুমোদন এবং দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

(২) **নির্বাহী কমিটি:** পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সহায়ক এবং দৈনন্দিন কার্যক্রমের তদারকি ও বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত।

(৩) **বিভাগ ও শাখাসমূহ:** প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমকে কাঠামোবদ্ধ ও কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য একাধিক বিভাগ ও শাখায় বিভক্ত। প্রতিটি বিভাগ নিজস্ব লক্ষ্য, কার্যক্রম ও মানবসম্পদের মাধ্যমে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কাজ করে। এসব বিভাগ পারস্পরিক সমন্বয়ের ভিত্তিতে একটি একীভূত উন্নয়ন কাঠামো গঠন করবে।

(৪) **মাঠ পর্যায়ের কাঠামো:** প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য সুসংগঠিত ও বিকেন্দ্রীকৃত কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। প্রতিটি জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে পৃথক ইউনিট/টিম গঠন করা হয়, যা স্থানীয় চাহিদা ও প্রেক্ষাপট অনুযায়ী পরিকল্পনা ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে নিয়োজিত থাকে।

৮। আইনি ভিত্তি ও নীতিগত কাঠামো

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রযোজ্য কোম্পানি আইন, সমাজসেবা অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এবং এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর পরিপত্র, নীতিমালা, বিধিমালা ও প্রযোজ্য আইনগত কাঠামোর আওতায় পরিচালিত হয়।

৯। অংশীদারিত্ব ও সহযোগিতা

সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী এবং স্থানীয় জনগণের সঙ্গে অংশীদারত্বের ভিত্তিতে কাজ করে। এর মধ্যে রয়েছে: ১) সরকার ও মন্ত্রণালয়সমূহ, ২) উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, ৩) স্থানীয় সরকার ও কমিউনিটি প্রতিষ্ঠান, ও ৪) বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা সংস্থা ও মিডিয়া।

১০। মূল্যায়ন ও জবাবদিহিতা

প্রতিষ্ঠান নিয়মিতভাবে কার্যক্রম মূল্যায়ন করে এবং অংশীজনদের প্রতি জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। এর জন্য একটি পৃথক মনিটরিং অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন ইউনিট (M&E Unit) গঠিত রয়েছে।

১১। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে: ১) প্রযুক্তি নির্ভর সেবা সম্প্রসারণ করা, ২) অঞ্চলভিত্তিক কমিউনিটি ওয়েলফেয়ার সেন্টার স্থাপন করা, ৩) গবেষণা ও নীতিনির্ধারণে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা, ৪) আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সম্প্রসারণ করা ও সরকারের লক্ষ্য বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ করা।

১২। নীতিমালার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ওয়েলফেয়ার প্ল্যাটফর্ম, সোশ্যাল সার্ভিসেস ও সোশ্যাল বিজনেস এস্টাব্লিশমেন্ট নীতিমালা, ২০২৫-এর প্রধান লক্ষ্য হলো- লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক খাতে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে সমাজের অনগ্রসর, প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত জনগণের জীবনমান উন্নয়নে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টি, নিরাপদ পানি, বাসস্থান, শিশু, নারী ও যুব উন্নয়নসহ বিভিন্ন খাতে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও কার্যকর সেবা প্রদান করা হবে। সামাজিক সমস্যার সৃজনশীল সমাধানে উদ্যোক্তা ও অংশীদারিত্বভিত্তিক সোশ্যাল বিজনেস মডেল প্রবর্তন ও বিস্তার করা হবে। উদ্যোক্তা তৈরি, স্থানীয় সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও বাজার সংযোগের মাধ্যমে টেকসই কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও জাতীয় অর্থনীতিতে ইতিবাচক অবদান রাখা হবে। তথ্যপ্রযুক্তি, আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সার্বিক উন্নয়ন ও সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার লক্ষ্য থাকবে। এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে দারিদ্র্য ও বেকারত্ব হ্রাস, ক্ষমতায়নমূলক কর্মসূচি, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, সচেতনতা কার্যক্রম, তথ্য ও রেজিস্ট্রেশন সেবা, শিক্ষা ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিশ্চয়তা, কৃষি ও পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ প্রসার, নারী-শিশু-প্রান্তিক জনগণের ক্ষমতায়ন, মানবাধিকার উন্নয়ন এবং সোশ্যাল বিজনেস ও কমিউনিটি ইনোভেশন চালুর মতো কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

১৩। প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি ও ব্র্যান্ডিং

(১) **প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার মূল নাম:** ওয়েলফেয়ার টেকনোলজিস সার্ভিসেস লিমিটেড (WTSL) ও ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ (WFB)

(২) **ব্র্যান্ডিং পরিচিতি ও সংক্ষিপ্ত নাম:** ওয়েলফেয়ার, ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি, WTSL, WFB-এই নামগুলো প্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন স্তরে পরিচিতি ও কার্যক্রমে ব্যবহৃত।

১৪। কার্যক্রম এলাকা ও পরিধি সম্প্রসারণ

(১) প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহের কার্যক্রম প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশের সকল বিভাগ, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন, সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা এলাকায় পরিচালিত হবে।

(২) ভবিষ্যতে চাহিদা, প্রাসঙ্গিকতা এবং বাস্তবতাভিত্তিক পরিকল্পনার আলোকে প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহের কার্যক্রমের এলাকা ও পরিধি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে, বিশ্বের যে কোনো দেশে সম্প্রসারিত করতে পারবে।

১৫। কার্যালয় স্থাপন

(১) **প্রধান কার্যালয়:** প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয় চট্টগ্রাম জেলায় স্থাপিত। তবে জনস্বার্থ, কার্যক্রমের সুবিধা ও প্রশাসনিক প্রয়োজনে ভবিষ্যতে প্রধান কার্যালয় ঢাকাসহ বাংলাদেশের যেকোনো জেলায় স্থানান্তরযোগ্য হবে।

(২) **দেশীয় কার্যালয়সমূহ:** প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন অনুযায়ী যেকোনো কার্যালয় বাংলাদেশের সকল বিভাগ, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন, সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা এলাকায় স্থাপন করতে পারবে। যথা: কর্পোরেট হেড অফিস, ডিভিশনাল হেড অফিস, রিজিওনাল অফিস, ডিস্ট্রিক্ট অফিস, উপজেলা অফিস, ইউনিয়ন অফিস, ব্রাঞ্চ অফিস, ওয়েলফেয়ার সাপোর্ট সেন্টার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় অফিস ও কেন্দ্র স্থাপন করতে পারবে।

(৩) আন্তর্জাতিক কার্যালয়সমূহ: প্রতিষ্ঠানের গ্লোবাল কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও উন্নয়নমূলক প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিশ্বের যেকোনো দেশে যেকোনো ধরনের কার্যালয় স্থাপন করা যাবে। যথা: ইন্টারন্যাশনাল গ্লোবাল হেড অফিস, ইন্টারন্যাশনাল কর্পোরেট হেড অফিস, কান্ট্রি অফিস, ব্রাঞ্চ অফিস, ওয়েলফেয়ার সাপোর্ট সেন্টার, পিপলস ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (PDC) এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক অফিস ও প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে পারবে।

(৪) ঠিকানা পরিবর্তন, সম্প্রসারণ বা স্থানান্তর: প্রতিষ্ঠানের গৃহীত সিদ্ধান্ত ও বাস্তবতার ভিত্তিতে যেকোনো কার্যালয়ের ঠিকানা পরিবর্তন, সম্প্রসারণ বা স্থানান্তর সুবিধাজনক সময়ে সম্পন্ন করতে পারবে।

১৬। কার্যক্রম বাস্তবায়নের বিকল্প পদ্ধতি

প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশ ও বিশ্বের যেকোনো দেশে কার্যালয় স্থাপন ব্যতিরেকেও প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান প্রাতিষ্ঠানিক সফটওয়্যার, ওয়েবসাইট, মোবাইল অ্যাপস ও অন্যান্য আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে সোশ্যাল সার্ভিসেস ও সোশ্যাল বিজনেস কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে। উপরন্তু, প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন এলাকায় পিপলস ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (PDC) গঠন করে বাংলাদেশ ও বিশ্বের যেকোনো স্থানে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে। যথা: ক) ক্যাম্পেইন ও সচেতনতামূলক আলোচনা সভা, খ) উঠান বৈঠক ও সেমিনার, গ) প্রশিক্ষণ কর্মশালা ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম, ঘ) তথ্যভিত্তিক সভা ও পরামর্শ প্রদান এবং ঙ) রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন কার্যক্রম। উল্লিখিত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রমসমূহ আধুনিক প্রযুক্তি এবং ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মের সহায়তায় পরিচালিত হবে, যাতে অংশগ্রহণকারীদের সক্রিয় সম্পৃক্ততা ও বাস্তবায়নের কার্যকারিতা নিশ্চিত করা যায়।

১৭। সেবা প্রদানের লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠী

সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। যেমন- বয়স্ক নাগরিক, শিশু ও কিশোর-কিশোরী, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল, অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত পরিবার, সামাজিক বৈষম্যের শিকার জনগণ, স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত ব্যক্তি, মৌলিক অধিকার ও নাগরিক সুবিধাবঞ্চিত জনগণ, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ঝুঁকিগ্রস্ত সম্প্রদায়। প্রয়োজন অনুসারে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ বা উপেক্ষিত জনগোষ্ঠীকেও সেবার আওতায় অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে।

১৮। লক্ষ্যভুক্ত জনগণের মৌলিক অধিকার ও প্রয়োজন পূরণের কার্যক্রম

প্রতিষ্ঠান লক্ষ্যভুক্ত জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ, সামাজিক নিরাপত্তা জোরদার এবং জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে। এই কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে- পুষ্টিকর খাদ্য ও মৌসুমভিত্তিক বস্ত্র সরবরাহ, নিরাপদ ও সম্মানজনক বাসস্থান নিশ্চিতকরণ, মানসম্মত শিক্ষা ও চিকিৎসা সেবা প্রদান, নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ডিজিটাল ও ইন্টারনেট সেবা প্রদান। এসব উদ্দেশ্য পূরণে প্রতিষ্ঠান স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব ও কার্যসংযোগ

১৯। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মূল লক্ষ্য হলো উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পদ, দক্ষতা ও প্রযুক্তির সুষম ব্যবহার নিশ্চিত করা। এই অংশীদারিত্ব উন্নয়ন কার্যক্রমের গুণগতমান বৃদ্ধি, প্রযুক্তি হস্তান্তর, দক্ষতা উন্নয়ন এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে সহায়ক। এতে টেকসই ও সমন্বিত সেবা প্রদান নিশ্চিত হয়, যা বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কল্যাণ সাধনে কার্যকর। পাশাপাশি অর্থায়ন ও মানবসম্পদের সক্ষমতা বাড়িয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে গতি আনে।

২০। অংশীদারিত্বের শ্রেণিবিন্যাস ও ক্ষেত্রভিত্তিক ধরন

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব সুবিধাভিত্তিক, ঝুঁকিভিত্তিক, সম্পদভিত্তিক ও সেবাভিত্তিক বিভিন্নভাবে শ্রেণিবিন্যস্ত হয়। কার্যক্রমের ধরন অনুযায়ী ক্ষেত্রভিত্তিক অংশীদারিত্বের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: ত্রিপাক্ষিক সহযোগিতা, পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (PPP), কমিউনিটি ও স্বেচ্ছাসেবী অংশগ্রহণ ও প্রকল্পভিত্তিক অংশীদারিত্ব। এই অংশীদারিত্ব মডেলগুলো প্রকল্পের সাফল্য, গ্রহণযোগ্যতা ও স্থায়িত্বে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

২১। অংশীদারিত্ব কাঠামো, সমন্বয় ও পরিচালন পদ্ধতি

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য একটি সুসংগঠিত সমন্বয় কাঠামো অপরিহার্য। এ কাঠামোর মূল লক্ষ্য হলো অংশীজনদের মধ্যে দায়িত্ববণ্টন, তথ্য বিনিময়, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং অগ্রগতির মূল্যায়নের একটি স্বচ্ছ ও কার্যকর ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। সাধারণত, অংশীজনদের নিয়ে একটি সমন্বয় কমিটি বা পরিচালনা ফোরাম গঠন করা হয়, যা উল্লিখিত কার্যাবলি সম্পাদন করে। যথা: ১) অংশীদারদের ভূমিকা ও দায়িত্ব নির্ধারণ, ২) কার্যক্রম বাস্তবায়নের সময়সূচি নির্ধারণ ও অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ, ৩) নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রয়োগ, ৪) প্রকল্পভিত্তিক চ্যালেঞ্জ চিহ্নিতকরণ ও সমাধান ও ৫) পারস্পরিক তথ্য বিনিময় ও অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি। এই কাঠামোর মাধ্যমে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে একীভূত দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠা হয় এবং সমন্বয়হীনতার ঝুঁকি হ্রাস পায়।

২২। প্রযুক্তিগত অবকাঠামো গঠনে সরকারের সঙ্গে কার্যকর সংযুক্তি

ওয়েলফেয়ার টেকনোলজিস সার্ভিসেস লিমিটেড প্রযুক্তিনির্ভর উন্নয়ন প্রকল্প, নিরাপত্তা প্ল্যাটফর্ম ও স্বল্প-মেয়াদি থেকে দীর্ঘমেয়াদি ডিজিটাল উদ্যোগ বাস্তবায়নে সরকারি সংস্থার সঙ্গে সমন্বিতভাবে কাজ করবে, যা জনসেবার স্বচ্ছতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করবে।

২৩। সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পে অংশীদার প্রতিষ্ঠানের অবদান

ওয়েলফেয়ার টেকনোলজিস সার্ভিসেস লিমিটেড, ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ ও সিএইচটি উইমেন ফোরামসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকারের উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে সামাজিক ও মানবসম্পদ উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নে অংশ নেবে। মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও

স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে সমঝোতা স্মারক (MoU) ও চুক্তির মাধ্যমে সময়োপযোগী কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে, যার মাধ্যমে মাঠপর্যায়ে কার্যকর সেবা পৌঁছানো এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত হবে।

২৪। রাষ্ট্রীয় সংস্থার মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন

সরকারের সাংবিধানিক কমিশন ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তরের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে দেশব্যাপী ও আন্তর্জাতিক পরিসরে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক উন্নয়নমূলক স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনা করা হবে। এ লক্ষ্যে উল্লিখিত রাষ্ট্রীয় সংস্থাসমূহের সঙ্গে সমঝোতা, চুক্তি বা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে যৌথ উদ্যোগ নেওয়া হবে। যথা: ১) রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, ২) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ৩) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, ৪) সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, ৫) জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ৬) বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, ৭) দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক), ৮) বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন, ৯) বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (BPSC), ১০) বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (BTRC) ও ১১) সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তরসমূহ। এসব প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় এবং সরকার নির্ধারিত নিয়মনীতি অনুসরণ করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) অর্জনে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।

২৫। সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহের সহযোগিতায় কার্যক্রম বাস্তবায়ন

(১) প্রধানমন্ত্রীর/প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহের সহযোগিতায় গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;

(২) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও মাঠ প্রশাসন/স্থানীয় অফিসসমূহের সহযোগিতায় গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;

(৩) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও মাঠ প্রশাসন/স্থানীয় অফিসসমূহের সহযোগিতায় গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;

(৪) অর্থ মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহের সহযোগিতায় গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;

(৫) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহের সহযোগিতায় গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;

(৬) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও মাঠ প্রশাসন/স্থানীয় অফিসসমূহের সহযোগিতায় গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;

(৭) শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহের সহযোগিতায় গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;

(৮) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহের সহযোগিতায় গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;

(৯) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহের সহযোগিতায় গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;

(১০) কৃষি মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহের সহযোগিতায় গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;

(১১) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহের সহযোগিতায় গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;

(১২) পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহের সহযোগিতায় গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;

(১৩) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহের সহযোগিতায় গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;

(১৪) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহের সহযোগিতায় গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;

(১৫) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহের সহযোগিতায় গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;

(১৬) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহের সহযোগিতায় গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;

(১৭) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহের সহযোগিতায় গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;

(১৮) পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহের সহযোগিতায় গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;

(১৯) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহের সহযোগিতায় গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;

(২০) প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহের সহযোগিতায় গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;

(২১) আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহের সহযোগিতায় গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;

(২২) খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহের সহযোগিতায় গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;

(২৩) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহের সহযোগিতায় গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;

(২৪) শিল্প মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহের সহযোগিতায় গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;

(২৫) বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহের সহযোগিতায় গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;

(২৬) বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহের সহযোগিতায় গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;

(২৭) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহের সহযোগিতায় গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;

(২৮) সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহের সহযোগিতায় গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;

(২৯) নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহের সহযোগিতায় গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;

(৩০) বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহের সহযোগিতায় গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;

(৩১) তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহের সহযোগিতায় গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;

(৩২) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহের সহযোগিতায় গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;

(৩৩) ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহের সহযোগিতায় গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;

(৩৪) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহের সহযোগিতায় গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;

(৩৫) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহের সহযোগিতায় গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;

(৩৬) বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহের সহযোগিতায় গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;

(৩৭) পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহের সহযোগিতায় গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;

(৩৮) রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহের সহযোগিতায় গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;

(৩৯) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহের সহযোগিতায় গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;

(৪০) **প্রধানমন্ত্রীর/প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়-সহযোগিতায় কার্যসম্পাদন:** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অথবা প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় এবং এর অধীন বিভাগ, দপ্তর ও সংস্থাসমূহের সহযোগিতায় সারাদেশে সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনা করা হবে। এ সকল কার্যক্রম স্থায়ী ও অস্থায়ী- স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদি-হিসেবে বাস্তবায়নযোগ্য হবে। এই উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত বিভাগ, সংস্থা ও দপ্তরসমূহের সঙ্গে সমন্বয় ও অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিচালিত হবে: ১) গভর্ন্যান্স ইনোভেশন ইউনিট (GIU), ২) বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (BEZA), ৩) বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (BEPZA), ৪) পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ (PPP) অফিস, ৫) এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, ৬) আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ৭) জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (NSDA), ৮) বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (BIDA), ৯) প্রধানমন্ত্রীর/প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিভাগ, শাখা ও দপ্তরসমূহ। উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের সহযোগিতায় প্রাসঙ্গিক নীতিমালা, সমঝোতা স্মারক (MoU), চুক্তিপত্র এবং প্রশাসনিক নির্দেশনার আলোকে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

(৪১) **মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং জেলা ও মাঠ প্রশাসন অনুবিভাগ** এর অধীন ১) বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও স্থানীয় অফিসসমূহের সহযোগিতায় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;

(৪২) **প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ** এবং এর অধীন ১) বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, ২) বাংলাদেশ নৌ বাহিনী, ও ৩) বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ও স্থানীয় অফিসসমূহের সহযোগিতায় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;

(৪৩) **স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং জননিরাপত্তা বিভাগ** এবং এর অধীন ১) বাংলাদেশ পুলিশ, ২) বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, ৩) বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, ৪) বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, ৫) তদন্ত সংস্থা আন্ত: অপরাধ ট্রাইবুনাল, ৬) ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি), ৭) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ৮) র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন, ও ৯) রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ ও স্থানীয় অফিসসমূহের সহযোগিতায় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;

(৪৪) **স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং সুরক্ষা সেবা বিভাগ** এবং এর অধীন ১) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ২) কারা অধিদপ্তর, ৩) বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ও ৪) বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহের সহযোগিতায় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;

(৪৫) **অর্থ মন্ত্রণালয় এবং অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ** এর অধীন ১) বাংলাদেশ কাস্টমস, ২) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (রাজস্ব নীতি বিভাগ/রাজস্ব ব্যবস্থাপনা বিভাগ), ৩) জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর, ৪) ঢাকা কাস্টম হাউস, ৫) চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস, ৬) কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা, ৭) কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (উত্তর), ৮) কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম, ও ৯) কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, সিলেট ও স্থানীয় অফিসসমূহের সহযোগিতায় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;

(৪৬) **তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগ** এর অধীন ১) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, ২) বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি), ৩) কন্ট্রোলার অব সার্টিফাইং অথরিটিজ, ৪) বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ, ৫) এজেন্সি টু ইনোভেট (এটুআই), ও ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি ও স্থানীয় অফিসসমূহের সহযোগিতায় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা।

(৪৭) **স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ** এর অধীন ১) সকল সিটি কর্পোরেশন, ২) সকল জেলা পরিষদ, ৩) সকল পৌরসভা, ৪) সকল উপজেলা পরিষদ, ৫) সকল ইউনিয়ন পরিষদ, ও ৬) স্থানীয় সরকার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও দপ্তরের স্থানীয় অফিসসমূহের সহযোগিতায় এই স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প, অংশীদারিত্ব ও সমন্বয়ের মাধ্যমে মাঠপর্যায়ে উন্নয়ন কার্যক্রম কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা হবে এবং জনগণের জীবনমান উন্নয়নে টেকসই প্রভাব নিশ্চিত করা হবে।

(৪৮) **পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও এর অধীন** ১) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, ২) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, ৩) রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ, ৪) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ, ৫) বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ, ও ৬) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও দপ্তরের স্থানীয় অফিসসমূহের সহযোগিতায় এই স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প, অংশীদারিত্ব ও সমন্বয়ের মাধ্যমে মাঠপর্যায়ে উন্নয়ন কার্যক্রম কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা হবে এবং জনগণের জীবনমান উন্নয়নে টেকসই প্রভাব নিশ্চিত করা হবে।

(৪৯) **সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও এর অধীন** ১) সকল বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়, ২) সকল জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ৩) সকল উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ৪) সকল থানা সমাজসেবা কার্যালয়, ৫) সকল শহর সমাজসেবা কার্যালয়, ৬) সকল ইউনিয়ন সমাজসেবা কার্যালয়, ও ৭) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও দপ্তরের স্থানীয় অফিসসমূহের সহযোগিতায় এই স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প, অংশীদারিত্ব ও সমন্বয়ের মাধ্যমে মাঠপর্যায়ে উন্নয়ন কার্যক্রম কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা হবে এবং জনগণের জীবনমান উন্নয়নে টেকসই প্রভাব নিশ্চিত করা হবে। সরকারি উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে সরকারি সংস্থাগুলোর কার্যকর সহযোগিতা ও সমন্বয় সাধন করাই এই প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য।

২৬। আন্তর্জাতিক আর্থিক ও দাতা সংস্থার সহায়তায় উন্নয়ন কার্যক্রম

প্রতিষ্ঠান দেশের প্রচলিত আইন, বিধি ও নীতিমালার আওতায় আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান, দাতা সংস্থা ও উন্নয়ন সহযোগী সংগঠনের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক বা চুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে। এসব প্রকল্পের উদ্দেশ্য হবে টেকসই উন্নয়ন, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি, বৈষম্য হ্রাস এবং মৌলিক অধিকার ও সেবায় প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি নিশ্চিত করা। প্রকল্পসমূহ স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও নিরীক্ষাযোগ্যতা বজায় রেখে বাস্তবায়ন করা হবে। প্রয়োজন হলে প্রতিষ্ঠান যৌথ পাইলট উদ্যোগ, প্রযুক্তিগত সহায়তা, ঋণ ও বিনিয়োগভিত্তিক প্রকল্প এবং দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারবে। এছাড়াও, বৈশ্বিক দাতা গোষ্ঠী, ফাউন্ডেশন ও উন্নয়ন সংস্থার সঙ্গে অংশীদারিত্বে সমন্বিত অর্থায়ন ও কৌশলগত সহায়তায় প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে। এই উদ্যোগসমূহ বিশেষত প্রান্তিক ও আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করবে। প্রয়োজন অনুযায়ী, অংশীদারিত্বমূলক কাঠামো গড়ে তুলে প্রতিষ্ঠান আইনি ও নীতিগত বাধ্যবাধকতা অনুসরণে সক্ষম থাকবে এবং আন্তর্জাতিক ও জাতীয় অংশীদারদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

২৭। দূতাবাস ও আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সহায়তায় কার্যক্রম

প্রতিষ্ঠান এবং এর সংশ্লিষ্ট কোম্পানি, অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহ বাংলাদেশের বিভিন্ন উন্নয়নের লক্ষ্যে- সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক এবং অন্যান্য টেকসই উন্নয়নমূলক প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনার জন্য বাংলাদেশে অবস্থিত বৈদেশিক মিশন/দূতাবাসসমূহের সহায়তা বা সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারবে। এ লক্ষ্যে, প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন হলে নিম্নোক্তভাবে কাজ করতে পারবে: (ক) রাষ্ট্রদূত/হাইকমিশনার বা দূতাবাস প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক, (খ) যৌথ কর্মসূচি গ্রহণ, (গ) সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর, (ঘ) অনুদান, প্রযুক্তি সহায়তা বা বিনিয়োগ আহ্বান, (ঙ) যৌথ গবেষণা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন। সহযোগিতার সম্ভাব্য অংশীদার দূতাবাসসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত, তবে সীমাবদ্ধ নয়- যেমন: ১) Embassy of Algeria, ২) Embassy of Brazil, ৩) Embassy of Japan, ৪) Embassy of Sweden, ৫) Embassy of Switzerland, ৬) Embassy of The Arab Republic of Egypt, ৭) Embassy of the Federal Republic of Germany, ৮) Embassy of the Holy See (Vatican), ৯) Embassy of the Islamic Republic of Iran, ১০) Embassy of the Islamic State of Afghanistan, ১১) Embassy of the Kingdom of Morocco, ১২) Embassy of the People's Republic of China, ১৩) Embassy of the Republic of France, ১৪) Embassy of the Republic of Indonesia, ১৫) Embassy of the Republic of Iraq, ১৬) Embassy of the Republic of Italy, ১৭) Embassy of the Republic of Korea, ১৮) Embassy of the

Republic of Philippines, ১৯) Embassy of the Republic of Turkey, ২০) Embassy of the Russian Federation, Russia, ২১) Embassy of the State of Palestine, ২২) Embassy of the State of Qatar, ২৩) Embassy of the Union of Myanmar, ২৪) Embassy of the United States of America, ২৫) Libyan Embassy, Dhaka, ২৬) Royal Bhutanese Embassy, ২৭) Royal Embassy of Saudi Arabia, ২৮) Embassy of Nepal, ২৯) Royal Netherlands Embassy, ৩০) Royal Norwegian Embassy, ৩১) Royal Thai Embassy, ৩২) The Democratic People's Republic of Korea, ৩৩) Embassy of the Republic of Kosovo, ৩৪) Embassy of the Socialist Republic of Vietnam, ৩৫) Embassy of the United Arab Emirates এবং অন্যান্য বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্রের বাংলাদেশস্থ দূতাবাস/মিশনসমূহ। এই সহযোগিতা প্রতিষ্ঠানকে আন্তর্জাতিকভাবে সংযুক্ত হতে সহায়তা করবে এবং স্থানীয় জনগণের জন্য বৈশ্বিক অভিজ্ঞতা ও সম্পদের সুফল নিশ্চিত করবে।

২৮। হাইকমিশন ও কূটনৈতিক সংস্থার সঙ্গে উন্নয়ন কার্যক্রম

প্রতিষ্ঠান এবং এর অধীনস্থ কোম্পানি, অঙ্গপ্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ বাংলাদেশে অবস্থিত বৈদেশিক হাইকমিশনসমূহের সহায়তা বা সহযোগিতায় বিভিন্ন প্রকার সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনা করতে পারবে। এই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন অনুসারে নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারবে: (ক) যৌথ উদ্যোগ ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর, (খ) বিনিয়োগ, দান-অনুদান ও প্রযুক্তিগত সহায়তা আহ্বান, (গ) প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সেমিনার ও গবেষণা কার্যক্রম। সম্ভাব্য অংশীদার বৈদেশিক হাইকমিশনসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত, তবে সীমাবদ্ধ নয়- যেমন: ১) Australian High Commission, ২) British High Commission, ৩) Canadian High Commission, ৪) High Commission for the Democratic Socialist Republic of SriLanka, ৫) High Commission for the Islamic Republic of Pakistan, ৬) High Commission of Brunei, ৭) High Commission of India, ৮) High Commission of Maldives, ৯) Malaysian High Commission, ১০) Consulate of the Republic of Singapore, ১১) Delegation of the European Union এবং অন্যান্য বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্রের হাইকমিশন/কনস্যুলেটসমূহ। এই সহযোগিতার মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নয়ন কার্যক্রমের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে এবং প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যভুক্ত জনগণের জন্য টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

২৯। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের সহায়তায় আর্থিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন

প্রতিষ্ঠান এবং এর সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কোম্পানি, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহ সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও বিভিন্ন প্রকার উন্নয়নমূলক স্থায়ী বা অস্থায়ী, স্বল্প, মধ্যম ও

দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনার লক্ষ্যে বাংলাদেশের রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের দান-অনুদান, বিনিয়োগ, ঋণ অথবা অন্যান্য প্রকার আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারবে।

৩০। **বিশেষায়িত ব্যাংক ও উন্নয়ন সংস্থার অর্থায়ন অংশীদারিত্ব**

প্রতিষ্ঠান এবং এর সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কোম্পানি, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহ সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও বিভিন্ন প্রকার উন্নয়নমূলক স্থায়ী বা অস্থায়ী, স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের বিশেষায়িত ও অ-তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহের দান-অনুদান, বিনিয়োগ, ঋণ অথবা অন্যান্য আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারবে।

৩১। **বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় কার্যক্রম**

প্রতিষ্ঠান এবং এর সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কোম্পানি, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহ সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও বিভিন্ন প্রকার উন্নয়নমূলক স্থায়ী বা অস্থায়ী, স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের সহায়তায় দান-অনুদান, বিনিয়োগ, ঋণ অথবা অন্যান্য আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারবে।

৩২। **বাংলাদেশে কার্যরত বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকের সঙ্গে অংশীদার কার্যক্রম**

প্রতিষ্ঠান এবং এর অধীন বা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কোম্পানি, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহ বাংলাদেশের ভেতরে সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক স্থায়ী বা অস্থায়ী, স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনার জন্য বাংলাদেশে কার্যরত বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের সহায়তায় দান-অনুদান, বিনিয়োগ, ঋণ অথবা যেকোনো প্রকার আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারবে।

৩৩। **জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কোম্পানির অংশীদারিত্বে প্রকল্প বাস্তবায়ন**

দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং বাণিজ্যিক কার্যক্রমের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে দেশি এবং বিদেশি ন্যাশনাল ও মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির সহযোগিতা গ্রহণ করা হবে। এই সহযোগিতার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম আরও উন্নত, কার্যকর এবং টেকসই হবে, যা দেশের সার্বিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে। দেশ ও বিদেশের ন্যাশনাল এবং মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির সঙ্গে যৌথভাবে কার্যপরিধি বাস্তবায়ন করে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করা যাবে। এতে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে, যা দেশের জনগণের জীবিকা ও জীবনমানের উন্নয়নে সহায়ক হবে। এই সহযোগিতা দেশের বাণিজ্যিক খাতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে, এবং দীর্ঘমেয়াদি সমৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক হবে।

৩৪। কর্পোরেট সেক্টরের সহায়তায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক উদ্যোগ

প্রতিষ্ঠান ও এর সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কোম্পানি, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহ সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি স্থায়ী ও অস্থায়ী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে দেশিয় ও বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর দান, অনুদান, বিনিয়োগ, ঋণসহ বিভিন্ন প্রকার সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারবে।

৩৫। ঔষধ কোম্পানির সহযোগিতায় স্বাস্থ্য ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম

প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কোম্পানি, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহের সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও বিভিন্ন প্রকার উন্নয়নমূলক স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি স্থায়ী ও অস্থায়ী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনার জন্য দেশ ও বিদেশের ন্যাশনাল ও মাল্টিন্যাশনাল বাণিজ্যিক ঔষধ কোম্পানিসমূহের দান, অনুদান, বিনিয়োগ, ঋণসহ বিভিন্ন প্রকার সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারবে।

৩৬। অংশীদার প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব, কর্তব্য ও জবাবদিহি

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের কাঠামো কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রতিটি অংশীদারের দায়িত্ব, কর্তব্য ও জবাবদিহিতার সুনির্দিষ্ট বিবরণ থাকা আবশ্যক। এ প্রেক্ষিতে ১) সরকারের ভূমিকা: নীতি প্রণয়ন, তত্ত্বাবধান, আইনগত সহায়তা এবং প্রয়োজনে আর্থিক অনুদান বা প্রণোদনা প্রদান, ২) বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা: প্রযুক্তি, দক্ষ জনবল, উদ্ভাবনী ধারণা এবং সরাসরি সেবা প্রদানের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নে সহযোগিতা, ৩) স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা: প্রতিটি অংশীদারকে নির্দিষ্ট কার্যপরিধির ভিত্তিতে নিয়মিত প্রতিবেদন, অডিট ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার আওতায় আনা হবে, যাতে পারস্পরিক আস্থা ও দায়বদ্ধতা বজায় থাকে, ৪) কনফ্লিক্ট রেজল্যুশন ও ফিডব্যাক মেকানিজম: অংশীদারদের মধ্যে যেকোনো বিরোধ দ্রুত সমাধানে উপযুক্ত কাঠামো ও নিয়মাবলি গড়ে তোলা হবে। এই কাঠামোর মাধ্যমে অংশীদারিত্বভিত্তিক কার্যক্রম হবে টেকসই, কার্যকর ও দায়িত্বশীল।

তৃতীয় অধ্যায়

সোশ্যাল সার্ভিসেস অংশীদারিত্ব ও সমন্বয়

৩৭। **ওয়েলফেয়ার সোশ্যাল সার্ভিসেস (WSS) এর ভূমিকা**

ওয়েলফেয়ার সোশ্যাল সার্ভিসেস পরিকল্পিত সামাজিক উদ্যোগ, যা দেশের অনগ্রসর ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, জীবনমান উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে কাজ করে। এটি স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। দান-অনুদান, ঋণ ও বিনিয়োগের পাশাপাশি সদস্যদের রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন ফি দিয়ে এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এই উদ্যোগ জাতীয় পর্যায়ে অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও সামাজিক কল্যাণ ত্বরান্বিত করে।

৩৮। **সংস্থার প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম**

বাংলাদেশের অনগ্রসর, দরিদ্র, পিছিয়ে পড়া ও সমস্যাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন ও জীবনমান উন্নয়ন ও সমাজের লক্ষ্যভুক্ত জনগণের উন্নয়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক অন্যান্য সফটওয়্যার, ওয়েবসাইট, মোবাইল অ্যাপস এবং অন্যান্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে আধুনিক প্রযুক্তি ও সৃজনশীলতার মাধ্যমে কাজ করা হবে:

(১) **সোশ্যাল সার্ভিসেস:** সংস্থা দেশের বিভিন্ন স্থানে সমাজসেবামূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনা করতে পারবে, যার উদ্দেশ্য হলো জনগণের জীবনমান উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

(২) **টেকসিটি (TechCity):** আধুনিক এবং প্রযুক্তি নির্ভর নগর পরিকল্পনার ধারণা, যা নগর উন্নয়নকে প্রযুক্তির সাথে একীভূত করে নতুন শহরের ডিজাইন এবং অবকাঠামোর উন্নয়ন করবে। এই ধরণের শহরগুলি ভবিষ্যত প্রজন্মের প্রয়োজনীয়তা পূরণে সক্ষম এবং নাগরিকদের জন্য উন্নত জীবনযাত্রা নিশ্চিত করবে।

(৩) **প্রগতিশীল গ্রাম (Progressive Village):** প্রগতিশীল গ্রাম এমন একটি ধারণা, যেখানে গ্রামীণ এলাকার উন্নয়ন আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সম্ভব হয়, যাতে গ্রামীণ জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায় এবং তারা শহরের উন্নত সুবিধাগুলোর সমান সুযোগ পায়। এটি একটি আধুনিক গ্রামীণ উন্নয়ন মডেল যা প্রযুক্তির সাহায্যে গ্রামীণ সমাজের বিভিন্ন দিক যেমন কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অবকাঠামো এবং পরিবেশ রক্ষা নিশ্চিত করতে সাহায্য করবে।

(৪) **সমন্বিত শিক্ষা (Integrated Education): সমন্বিত শিক্ষা** এমন একটি শিক্ষার পদ্ধতি, যেখানে বিভিন্ন শাখার জ্ঞান এবং দক্ষতা একত্রিত করে শিক্ষার্থীদের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা হয়। এটি একটি বহুমুখী পদ্ধতি যা শিক্ষাকে আরো সৃজনশীল, আধুনিক এবং প্রযুক্তি নির্ভর করে তোলে। সমন্বিত শিক্ষার লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বিষয়গুলোর মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি করা এবং তাদের চিত্তাকর্ষক ও অনুপ্রাণিত করা, যাতে তারা বৈচিত্র্যময় দক্ষতা অর্জন করতে পারে।

(৫) **স্বাস্থ্যসেবা (Health Services):** সাশ্রয়ী ও উন্নত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের মাধ্যমে জনসাধারণের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা। স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাকে আধুনিক, সমন্বিত এবং টেকসই করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

(৬) **সোশ্যাল সিকিউরনেট (Social SecureNet): সোশ্যাল সিকিউরনেট** একটি উদ্ভাবনী সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা যা প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের জীবনমান উন্নত করতে এবং সমাজে সুরক্ষা প্রদান করতে কাজ করে। এটি গ্রামীণ, শহুরে বা সংকটাপন্ন এলাকায় মানুষের জন্য সমান সুযোগ, আর্থিক নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য সেবা, শিক্ষা এবং কর্মসংস্থান নিশ্চিত করবে। প্রযুক্তির মাধ্যমে তথ্য সেবা এবং সুবিধা পৌঁছে দেওয়া, পাশাপাশি সামাজিক নিরাপত্তা খাতের বিভিন্ন সুবিধা সহজলভ্য করে তোলাই এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য।

(৭) **টেক এগ্রিকালচার ডেভেলপমেন্ট (Tech-Agricultural development):** টেক এগ্রিকালচার ডেভেলপমেন্ট প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষি ব্যবস্থাপনা এবং খাদ্য নিরাপত্তা উন্নত করার একটি উদ্ভাবনী পদ্ধতি। এটি আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি, ডেটা অ্যানালিটিক্স, এবং সৃজনশীল পদ্ধতি ব্যবহার করে কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং কৃষকরা যেন উচ্চমানের এবং সুরক্ষিত খাদ্য উৎপাদন করতে পারে, তা নিশ্চিত করার দিকে মনোনিবেশ করে। এটি কৃষি খাতে প্রযুক্তির ব্যবহারকে আরও কার্যকর এবং ফলপ্রসূ করে তুলবে।

(৮) **আধুনিক উৎপাদন (Modern Manufacturing):** আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতি যা উন্নত প্রযুক্তি, অটোমেশন, এবং আধুনিক সিস্টেম ব্যবহার করে উৎপাদন কার্যক্রমকে আরও কার্যকরি, দক্ষ এবং লাভজনক করে তোলে। এই পদ্ধতিতে মেশিন, রোবট, অটোমেটেড প্রক্রিয়া, এবং ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে পণ্য উৎপাদন এবং বিপণন প্রক্রিয়াকে দ্রুত, সাশ্রয়ী এবং উন্নতমানের করা হবে। আধুনিক উৎপাদন প্রযুক্তি শিল্পখাতে পরিবর্তন আনার পাশাপাশি গ্রাহক চাহিদা অনুযায়ী আরও সুনির্দিষ্ট এবং মানসম্মত পণ্য তৈরি করার সুযোগ সৃষ্টি করবে।

(৯) **সার্ভিস ইনোভেশন (Service Innovation)**: সার্ভিস ইনোভেশন হল নতুন এবং উন্নত প্রযুক্তি, পদ্ধতি, এবং চিন্তাভাবনা ব্যবহারের মাধ্যমে সেবা খাতের মান ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা। এটি সেবা প্রদানকারী সংস্থার জন্য একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে, যা সেবাগ্রহীতার কাছে আরও সহজ, দ্রুত এবং ব্যক্তিগত সেবা পৌঁছে দিতে সাহায্য করবে। আধুনিক এবং প্রযুক্তি নির্ভর সেবা খাতের উদ্ভাবন, সেবাগ্রহীতাদের চাহিদা পূরণ এবং বাজারে প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা অর্জন করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

(১০) **ই-গভর্নেন্স প্রশাসন (e-Gov Administration):** একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মভিত্তিক প্রশাসনিক কাঠামো, যা সুশাসন, স্বচ্ছতা, এবং দক্ষতা নিশ্চিত করতে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে। এটি জনগণের সঙ্গে সরকারের সরাসরি যোগাযোগ সহজতর করে এবং সেবা প্রদানের দক্ষ ও প্রযুক্তি নির্ভর প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা গতিশীলতা বৃদ্ধি করবে।

(১১) **ইউটিলিটি গেটওয়ে (Utility Gateway):** ইউটিলিটি গেটওয়ে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম বা সিস্টেম যা বিভিন্ন ধরণের ইউটিলিটি সেবা (যেমন বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি, টেলিযোগাযোগ, ইত্যাদি) একীভূত করে সেবাগ্রহীতাদের জন্য সহজ, দ্রুত, এবং কার্যকরী সেবা প্রদান করতে সহায়তা করবে। এই সিস্টেমের মাধ্যমে ইউটিলিটি সেবাগুলিকে একটি কেন্দ্রীয় প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে, যা সেবাগ্রহীতাদের বিভিন্ন সেবার সাথে সংযুক্তি এবং পরবর্তী পর্যায়ের সেবা প্রদান প্রক্রিয়াকে আরও সহজতর করে তুলবে।

৩৯। সংস্থার প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম ভিত্তিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক সেবা

সংস্থার প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম ভিত্তিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক সেবা সমূহ হলো: ১) শিশুকল্যাণ ও উন্নয়ন, ২) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণ ও উন্নয়ন, ৩) নারীকল্যাণ ও উন্নয়ন, ৪) প্রবীণদের কল্যাণ ও পুনর্বাসন, ৫) আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুদের সহায়তা, ৬) যুবকল্যাণ ও উন্নয়ন, ৭) কারামুক্ত কয়েদীদের পুনর্বাসন, ৮) ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তিদের উন্নয়ন, ৯) দীর্ঘস্থায়ী শারীরিক ও মানসিক রোগীদের সহায়তা, ১০) ছাত্রকল্যাণ, ১১) পরিবারকল্যাণ, ১২) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ১৩) স্বাস্থ্য শিক্ষা ও সেবা, ১৪)পরিবেশ সংরক্ষণ ও সামাজিক বনায়ন, ১৫)আইনগত শিক্ষা ও সহায়তা, ১৬) মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন, ১৭) প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন, ১৮) সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহের সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ, ১৯) শিশুশ্রম রোধ ও শিশু অধিকার রক্ষা, ২০) আয়বর্ধক কর্মসংস্থান, ২১) দারিদ্র্য বিমোচন এবং টেকসই উন্নয়ন, ২২) জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা ও পরিবেশ রক্ষা, ২৩) শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, ২৪) ডিজিটাল সেবা ও প্রযুক্তি ব্যবহার, ২৫) গ্রামীণ ও শহর উন্নয়ন, ২৬) অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা সেবা, ২৭) বিশেষায়িত ইনস্টিটিউশন ও সার্ভিসেস ও ২৮) সামাজিক সচেতনতা ও প্রচারাভিযান, এছাড়াও সংস্থা বিভিন্ন ধরণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সেবামূলক কার্যক্রম এবং স্বল্প, মধ্য, দীর্ঘমেয়াদি স্থায়ী অথবা অস্থায়ী প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনা করবে, যার মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে এবং তারা স্বনির্ভর হতে পারবে।

৪০। সংস্থার কৃষি ও পরিবেশ সুরক্ষা ভিত্তিক প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম

সংস্থার কৃষি ও পরিবেশ সুরক্ষা ভিত্তিক প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম সমূহ হলো: ১) প্রযুক্তি সমৃদ্ধ টেকসই কৃষি ও কৃষি পদ্ধতির প্রশিক্ষণ প্রদান করা, ২) খাস জমি, অনাবাদি জমি, এবং সরকারি বা বেসরকারি লিজ নেওয়া জমি আবাদ করে কৃষি ও বনায়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা, ৩) খাস জমি ও পাহাড় আবাদ করে পরিকল্পিত বনায়নের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা, ৪) পরিবেশ রক্ষা ও পুনরুদ্ধারে পরিকল্পিত বনায়ন এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি (সোলার পাওয়ার, বায়োগ্যাস) প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা, ৫) জলবায়ু অভিযোজন কর্মসূচি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা করা ও ৬) বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পরিবেশবান্ধব পুনর্ব্যবহারযোগ্য

পণ্যের ব্যবহার প্রচার করা। এছাড়াও সংস্থা বিভিন্ন ধরণের কৃষি ও পরিবেশ সুরক্ষা ভিত্তিক কার্যক্রম এবং স্বল্প, মধ্য, দীর্ঘমেয়াদি স্থায়ী অথবা অস্থায়ী প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনা করবে, যার মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে এবং তারা স্বনির্ভর হতে পারবে।

৪১। **সংস্থার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা সৃষ্টি**

সংস্থা জমি লিজ গ্রহণ, যৌথ বিনিয়োগ ও আধুনিক চাষাবাদসহ (মৎস্য, হাঁস-মুরগি, গবাদিপশু, মাশরুম) লাভজনক খাতগুলোতে প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে। কুটির শিল্প, হোটেল-রেস্তোরাঁ ও পরিবহন খাতে বিনিয়োগের পাশাপাশি সদস্যদের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ চালু করবে। নারী ও যুব উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করে উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও স্বনির্ভরতা নিশ্চিত করা হবে। সংস্থা স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করবে।

৪২। **সংস্থার শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম**

সংস্থা ডিজিটাল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ও কম্পিউটার কোর্সসহ আধুনিক প্রযুক্তিভিত্তিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করবে। দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য আর্থিক সহায়তা, এবং কেজি থেকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও পাঠাগার স্থাপন করা হবে, কর্মমুখী শিক্ষা, কারিগরি প্রশিক্ষণ ও মোবাইল লাইব্রেরি চালু করা হবে। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য বিশেষায়িত শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে, এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে স্থানীয় জনগণের জীবনমান উন্নয়ন ও স্বনির্ভরতা নিশ্চিত করা হবে।

৪৩। **সংস্থার স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি উন্নয়ন কার্যক্রম**

সংস্থা শিশু ও গর্ভবতী মায়েদের জন্য পুষ্টি উন্নয়ন, টেলিমেডিসিন ও স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র পরিচালনা, স্বাস্থ্য ক্যাম্প, টিকাদান এবং স্যানিটেশন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে। কমিউনিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন, মানসিক স্বাস্থ্যসেবা, এবং এইচআইভি/এইডসসহ, করোনা সংক্রামক রোগ সম্পর্কে সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্য ও পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে জনগণের সুস্থতা ও স্বনির্ভরতা নিশ্চিত করা হবে।

৪৪। **সংস্থার পর্যটন, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া উন্নয়ন কার্যক্রম**

সংস্থা স্থানীয় পর্যটন উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, পাহাড়ি ও স্থানীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রচার, এবং ক্রীড়া কার্যক্রমের প্রসারে কাজ করবে। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যটন, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া বিষয়ক স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে, যাতে স্থানীয় জনগণের জীবনমান উন্নয়ন ও স্বনির্ভরতা নিশ্চিত করা যায়।

৪৫। সংস্থার প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন উন্নয়ন কার্যক্রম

সংস্থা ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম, ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ ও অনলাইন ব্যবসার সুযোগ তৈরি করবে। উদ্ভাবনী উদ্যোগ (Innovation Hub), প্রযুক্তিভিত্তিক স্টার্টআপ ও 'প্রোগ্রেসিভ ভিলেজ মডেল' বাস্তবায়ন করা হবে। প্রযুক্তিনির্ভর উদ্ভাবনে গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি সংস্থা স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প গ্রহণ করে স্থানীয় জনগণের দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান এবং স্বনির্ভরতা নিশ্চিত করবে।

৪৬। সংস্থার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু অভিযোজন কার্যক্রম

প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি দুর্যোগ প্রস্তুতি ও জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কর্মসূচি গ্রহণ করবে। এ লক্ষ্যে সংস্থা স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ঝুঁকিহ্রাস, পরিবেশ সুরক্ষা এবং স্থানীয় জনগণের টেকসই জীবনমান ও স্বনির্ভরতা নিশ্চিত করবে।

৪৭। সংস্থার টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) অর্জন

সংস্থা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) অনুসরণ করে কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে। বিশেষভাবে দারিদ্র্যতা দূরীকরণ, মানসম্মত শিক্ষা এবং লিঙ্গসমতার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি SDG-ভিত্তিক প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের জীবনমান উন্নয়ন ও স্বনির্ভরতা অর্জনের পথ সুগম করা হবে।

৪৮। সংস্থার সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম

সংস্থা নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা, বাল্যবিবাহ ও যৌতুক প্রতিরোধ, দরিদ্র শিক্ষার্থীদের সহায়তা, বেকার যুবকদের দক্ষ করে কর্মসংস্থানে যুক্ত করা এবং পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা করবে। সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সংস্থা বিভিন্ন ধরণের স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প গ্রহণ করে স্থানীয় জনগণের জীবনমান উন্নয়ন ও স্বনির্ভরতা নিশ্চিত করবে।

৪৯। সংস্থার আইনগত সহায়তা কার্যক্রম

সংস্থা সদস্যদের আইনি সমস্যার সমাধানে প্রয়োজনীয় আইনগত সহায়তা প্রদান করবে এবং ভূমি অধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম পরিচালনা করবে, যাতে তারা আইনগতভাবে সচেতন ও সুরক্ষিত হতে পারে।

৫০। সংস্থার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন কার্যক্রম

সংস্থা প্রত্যন্ত অঞ্চলে সড়ক ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং ডিজিটাল কানেক্টিভিটি নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করবে, যা স্থানীয় জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক বিকাশে সহায়ক হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

সোশ্যাল বিজনেস অংশীদারিত্ব ও সমন্বয়

৫১। ওয়েলফেয়ার সোশ্যাল বিজনেস (WSB)-প্রস্তাবনা ও কাঠামো

বাংলাদেশের লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে, বিশেষ করে তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণ এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ওয়েলফেয়ার সোশ্যাল বিজনেস (WSB) উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ উদ্যোগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সমাধান, উদ্যোক্তা সৃষ্টির সহায়তা এবং উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে। WSB-এর আওতায় নিম্নোক্ত কার্যাদি পরিচালনা করা হবে:

(১) প্রতিষ্ঠান এককালীন অফেরতযোগ্য রেজিস্ট্রেশন ফি ও সাবস্ক্রিপশন ফি নির্ধারণ করতে পারবে;

(২) কার্যক্রম বিনিয়োগ, শেয়ার সংগ্রহ বা বিনামূল্যে সেবা প্রদান কাঠামোতেও পরিচালনা করতে পারবে;

(৩) নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের খুচরা বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে;

(৪) পণ্য ও সেবা উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণ এবং আন্তর্জাতিক বাজারে আমদানি-রপ্তানি পরিচালনা করতে পারবে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে জনগণের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উদ্যোক্তা বিকাশ, এবং সামাজিক ন্যায্যতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি, এটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (SDG) অর্জনের পথে একটি কার্যকর মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হবে।

৫২। অংশীদারিত্ব কাঠামো

অংশীদারিত্বের শ্রেণিবিন্যাস: ১) সরকারি সংস্থা, ২) বেসরকারি খাত, ৩) স্থানীয় সরকার ও কমিউনিটি সংগঠন, ৪) আন্তর্জাতিক সহযোগী প্রতিষ্ঠান, ৫) সামাজিক উদ্যোক্তা।

৫৩। অংশীদারিত্বের ধরণ

অংশীদারিত্বের ধরণ: ১) যুক্ত উদ্যোগ (Joint Venture), ২) সমঝোতা স্মারক (MoU), ৩) চুক্তি ভিত্তিক অংশীদারিত্ব, ৪) কমিউনিটি লেভেল পার্টনারশিপ, ৫) Public-Private-Community Partnership (PPCP).

৫৪। সমন্বয় কাঠামো

সংস্থা কার্যকর সমন্বয়ের জন্য কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি গঠন করবে, যা নীতি প্রণয়ন ও অংশীদার নির্বাচন করবে। অঞ্চলভিত্তিক Social Business Facilitation Cell (SBFC) তৈরি করে স্থানীয় অংশীদারদের মাঝে সমন্বয় ও সহযোগিতা নিশ্চিত করা হবে। সরকার, এনজিও ও উদ্যোক্তাদের সঙ্গে নিয়মিত সমন্বয় সভা আয়োজন করে প্রকল্প অগ্রগতি ও সমস্যা সমাধানে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

৫৫। অংশীদারদের দায়িত্ব ও ভূমিকা

সরকার নীতিগত নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে থাকবে, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সেবা, প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণে সহায়তা দেবে, স্থানীয় কমিউনিটি বাস্তবায়নে সক্রিয় থাকবে, আন্তর্জাতিক অংশীদার প্রযুক্তি, অর্থায়ন ও অভিজ্ঞতা প্রদান করবে, সামাজিক উদ্যোক্তারা টেকসই সমাধান ও পণ্য-সেবা প্রদান করবে।

৫৬। অংশীদার মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি

নির্দিষ্ট সময় অন্তর মূল্যায়ন করে সফল অংশীদারদের Social Business Award প্রদান করা হবে। প্রকল্পের সামাজিক প্রভাব ও টেকসইতা নিরূপণ করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্প্রসারণ নিশ্চিত করা হবে।

৫৭। স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও তথ্যব্যবস্থাপনা

প্রকল্পের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে নিয়মিত প্রতিবেদন, একক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে তথ্যসংরক্ষণ এবং শক্তিশালী তদারকি কাঠামোর মাধ্যমে অডিট ও মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

৫৮। অর্থায়ন কাঠামো

(১) **যৌথ অর্থায়ন পদ্ধতি (Co-Financing Model):** একাধিক পক্ষ বা সংস্থা মিলিতভাবে একটি প্রকল্প বা কর্মসূচির জন্য অর্থায়ন প্রদান করবে, যার মাধ্যমে ঝুঁকি ভাগাভাগি হয় এবং সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়। এতে সরকার, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, দাতা সংস্থা ও স্থানীয় কমিউনিটির অংশগ্রহণ থাকবে।

(২) **সরকারের পক্ষ থেকে অনুদান, প্রণোদনা ও ট্যাক্স সুবিধা:** সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান, প্রণোদনা এবং কর সুবিধা গ্রহণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান তার উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থায়ন এবং সহায়তা লাভ করতে পারে, যা টেকসই সেবা সরবরাহ এবং সামাজিক উদ্যোক্তাকে উৎসাহিত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

(৩) **সামাজিক বন্ড, অংশীদার অনুদান, ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ও CSR অর্থায়ন উৎস ব্যবহারের সুযোগ:** প্রতিষ্ঠান সামাজিক বন্ড, অংশীদার অনুদান, ভেঞ্চার ক্যাপিটাল এবং কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (CSR) থেকে প্রাপ্ত অর্থায়ন ব্যবহার করে টেকসই উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা ও সম্প্রসারণ করতে পারবে। এই বিভিন্ন উৎসের সমন্বয়ে আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে সামাজিক উদ্যোক্তা এবং প্রকল্পগুলোর প্রভাব বাড়ানো সম্ভব হবে।

৫৯। ওয়েলফেয়ার সোশ্যাল বিজনেস (WSB) কার্যক্রমসমূহ

WSB একটি সামাজিক ব্যবসা উদ্যোগ, যা লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদা পূরণ ও টেকসই উন্নয়নে কাজ করে। এটি দান-অনুদান, বিনিয়োগ, ঋণ, রেজিস্ট্রেশন ফি, শেয়ার ও

অথবা অন্যান্য আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারবে। WSB-এর আওতায় পণ্য উৎপাদন, বিক্রয়, বাজারজাতকরণ ও আমদানি-রপ্তানির মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত হয়। WSB এর আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমসমূহ হলো:

(১) **দান-অনুদান, বিনিয়োগ, ঋণ, অন্যান্য আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা গ্রহণ:** প্রতিষ্ঠান এবং এর সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কোম্পানি, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহ সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও বিভিন্ন প্রকার উন্নয়নমূলক স্থায়ী বা অস্থায়ী, স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনার উদ্দেশ্যে দেশ, বিদেশের ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় দান-অনুদান, বিনিয়োগ, ঋণ অথবা অন্যান্য আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারবে।

(২) **হোটেল, মোটেল ও রিসোর্ট বিজনেস পরিচালনা ও সহায়তা গ্রহণ:** প্রতিষ্ঠান, পর্যটন উন্নয়ন নীতি, পরিবেশ সংরক্ষণ আইন এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি বিধি-বিধানের আলোকে, পর্যটনবান্ধব, পরিবেশসম্মত ও আর্থিকভাবে লাভজনক হোটেল, মোটেল, রিসোর্ট, গেস্ট হাউজ ও ক্যাম্পিং স্পট স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারবে। এই খাতে দেশীয় সংস্কৃতি ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সংরক্ষণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, স্থানীয় পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ এবং পর্যটকদের জন্য টেকসই সেবা প্রদান নিশ্চিত করা হবে। প্রতিষ্ঠান এই লক্ষ্যে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারী, পর্যটন সংস্থা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে বিনিয়োগ, অনুদান, ঋণ ও কারিগরি সহায়তা গ্রহণ করতে পারবে।

(৩) **ই-কমার্স বিজনেস পরিচালনা ও সহায়তা গ্রহণ:** প্রতিষ্ঠান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ভোক্তা অধিকার আইন, ই-কমার্স নীতিমালা ও ডিজিটাল নিরাপত্তা বিধিমালা অনুসরণ করে অনলাইনভিত্তিক পণ্য ও সেবা বিপণন, অর্ডার গ্রহণ, পেমেন্ট প্রসেসিং, হোম ডেলিভারি এবং বিক্রয়োত্তর সেবা পরিচালনার লক্ষ্যে ই-কমার্স ও এম-কমার্স প্ল্যাটফর্ম গঠন ও পরিচালনা করতে পারবে। এ লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান স্থানীয় উৎপাদক, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, কৃষক, নারী উদ্যোক্তা এবং হস্তশিল্পীদের পণ্য ডিজিটাল মাধ্যমে বাজারজাত করার সুযোগ সৃষ্টি করবে। প্রতিষ্ঠান দেশি-বিদেশি প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান, দাতা সংস্থা, ই-কমার্স এক্সপার্ট, ডিজিটাল পেমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডার ও লগিস্টিক কোম্পানির সহযোগিতায় বিনিয়োগ, প্রযুক্তি, কারিগরি সহায়তা ও অংশীদারিত্বমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারবে।

(৪) **ট্রেডিং বিজনেস পরিচালনা ও সহায়তা গ্রহণ:** প্রতিষ্ঠান, দেশের বাণিজ্য আইন, আমদানি-রপ্তানি নীতিমালা এবং ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন অনুসরণ করে দেশি ও বিদেশি পণ্য, কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, খাদ্যপণ্য, কৃষিপণ্য, নির্মাণসামগ্রী, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা উপকরণ, প্রযুক্তি ও ইলেকট্রনিক সামগ্রী, গৃহস্থালি ও শিল্প পণ্যসহ বিভিন্ন ভোক্তা ও উৎপাদন উপকরণের পাইকারি ও খুচরা ট্রেডিং বিজনেস গঠন ও পরিচালনা করতে পারবে। প্রতিষ্ঠান অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্য বিপণন, সরবরাহ, রপ্তানি, আমদানি এবং ব্র্যান্ডিং কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে লজিস্টিক,

গুদামজাতকরণ, অনলাইন ও অফলাইন বিপণন এবং ব্যবসা সম্প্রসারণমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করবে। এই খাতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ, দাতা সংস্থা, সরবরাহকারী ও বিপণন সহযোগীদের সহায়তায় অর্থায়ন, প্রযুক্তি, অংশীদারিত্ব ও কারিগরি সহায়তা গ্রহণ করা যাবে।

(৫) **সুপারশপ বিজনেস পরিচালনা ও সহায়তা গ্রহণ:** প্রতিষ্ঠান, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, খাদ্য নিরাপত্তা বিধিমালা, কর ও বাণিজ্য নীতিমালা এবং স্থানীয় সরকারের নিয়মনীতি অনুসরণ করে নগর ও গ্রামীণ পর্যায়ে সুপারশপ, গ্রোসারি চেইন স্টোর, হোলসেল মার্কেট এবং রিটেইল আউটলেট স্থাপন, পরিচালনা ও সম্প্রসারণ করতে পারবে। এই খাতে কৃষিপণ্য, খাদ্যদ্রব্য, গৃহস্থালি সামগ্রী, স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা পণ্য, শিক্ষা উপকরণ, পোশাক, ইলেকট্রনিক্স ও দৈনন্দিন ভোগ্যপণ্যসহ প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর মানসম্পন্ন ও নির্ভরযোগ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে। প্রতিষ্ঠান দেশি-বিদেশি উৎপাদক, সরবরাহকারী, লজিস্টিক ও প্রযুক্তি সেবা প্রদানকারী, বিনিয়োগকারী ও দাতা সংস্থার সহায়তায় অর্থায়ন, কারিগরি সহায়তা, ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা ও অংশীদারিত্বমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারবে।

(৬) **রাইড শেয়ারিং পরিচালনা ও সহায়তা গ্রহণ:** প্রতিষ্ঠান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, সড়ক পরিবহন আইন, রাইড শেয়ারিং নীতিমালা এবং ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ বিধিমালা অনুসরণ করে মোটরসাইকেল, প্রাইভেট কার, মাইক্রোবাস, অটোরিকশা ও অন্যান্য যানবাহনের মাধ্যমে অ্যাপ-ভিত্তিক রাইড শেয়ারিং সেবা চালু ও পরিচালনা করতে পারবে। এই খাতে যাত্রী পরিবহন, পণ্য পরিবহন, নারী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য নিরাপদ পরিবহন সেবা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং নগর পরিবহন ব্যবস্থায় প্রযুক্তিভিত্তিক দক্ষতা অর্জনকে গুরু দেওয়া হবে। প্রতিষ্ঠান দেশি-বিদেশি প্রযুক্তি কোম্পানি, বিনিয়োগকারী, মোবাইল অ্যাপ ডেভেলপার, নিরাপত্তা ও পেমেন্ট সেবা প্রদানকারী এবং দাতা সংস্থার সহায়তায় যৌথ উদ্যোগ, প্রযুক্তিগত সহায়তা, অর্থায়ন ও লজিস্টিক ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করতে পারবে।

(৭) **ট্যুরিজম বিজনেস পরিচালনা ও সহায়তা গ্রহণ:** প্রতিষ্ঠান, জাতীয় পর্যটন নীতি, পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, প্রত্নতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ আইন এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি বিধি-বিধানের আলোকে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পর্যটন বিকাশের লক্ষ্যে ট্যুরিজম বিজনেস পরিচালনা করতে পারবে। এ খাতে প্রতিষ্ঠান প্রাকৃতিক, সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক, ধর্মীয় ও ইকো-ট্যুরিজম গন্তব্যভিত্তিক ভ্রমণ প্যাকেজ, গাইডলাইন, পরিবহন, আবাসন, তথ্যসেবা, খাবার ও নিরাপত্তাসহ পর্যটন-সম্পর্কিত সার্বিক সেবা প্রদান করতে পারবে। প্রতিষ্ঠান স্থানীয় জনগণ, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও গন্তব্যভিত্তিক কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করে টেকসই পর্যটন উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংহতিতে ভূমিকা রাখবে। এই খাতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারী, পর্যটন সংস্থা, গাইড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, দাতা সংস্থা, পরিবহন ও হোটেল ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানসমূহের সহায়তায় যৌথ উদ্যোগ, প্রযুক্তি, প্রশিক্ষণ ও অর্থায়ন গ্রহণ করে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা যাবে।

(৮) **এগ্রো-ট্যুরিজম (কৃষি পর্যটন) পরিচালনা ও সহায়তা গ্রহণ:** প্রতিষ্ঠান, জাতীয় পর্যটন নীতি ও কৃষি উন্নয়ন নীতিমালা অনুসরণ করে, কৃষি ভিত্তিক পর্যটন শিল্প (এগ্রো-ট্যুরিজম) বিকাশের লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে। এগ্রো-ট্যুরিজমে পর্যটকদের জন্য কৃষি চাষাবাদ, পশুপালন, স্থানীয় খাদ্যপ্রস্তুতি, হস্তশিল্প, কৃষি শিক্ষা ও গ্রামীণ জীবনধারার সাথে সংযুক্ত বিভিন্ন কার্যক্রমের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। প্রতিষ্ঠান স্থানীয় কৃষক, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও গ্রামীণ সম্প্রদায়ের সঙ্গে অংশীদারিত্ব করে পরিবেশবান্ধব, টেকসই ও শিক্ষামূলক পর্যটন কার্যক্রমের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি গ্রামীণ অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক পরিচিতি উন্নয়ন নিশ্চিত করবে। এই খাতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারী, পর্যটন সংস্থা, কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, দাতা সংস্থা ও প্রযুক্তি সরবরাহকারীদের সহায়তায় বিনিয়োগ, প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি স্থানান্তর ও অংশীদারিত্বমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করা যাবে।

(৯) **পার্সেল অ্যান্ড কুরিয়ার সার্ভিস পরিচালনা ও সহায়তা গ্রহণ:** প্রতিষ্ঠান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, পরিবহন আইন, কাস্টমস ও বন্দর বিধিমালা এবং ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন অনুসরণ করে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পার্সেল ও কুরিয়ার সার্ভিস পরিচালনা করতে পারবে। এ খাতে দ্রুত, নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য ডেলিভারি সেবা প্রদানের মাধ্যমে বাণিজ্যিক কার্যক্রম, ই-কমার্স ও ব্যক্তিগত চাহিদা পূরণে অবদান রাখা হবে। প্রতিষ্ঠান আধুনিক লজিস্টিক ব্যবস্থা, ট্র্যাকিং প্রযুক্তি, মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন, পেমেন্ট গেটওয়ে ও কাস্টমস ক্লিয়ারেন্সসহ সেবা ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে পারবে। এই খাতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারী, প্রযুক্তি সরবরাহকারী, পরিবহন সংস্থা, দাতা সংস্থা ও অন্যান্য অংশীদারদের সহায়তায় যৌথ উদ্যোগ, প্রযুক্তি হস্তান্তর, প্রশিক্ষণ, অর্থায়ন ও কারিগরি সহযোগিতা গ্রহণ করা যাবে।

(১০) **মোবাইল ব্যাংকিং, এজেন্ট ব্যাংকিং, এমএসএফ, পিএসও ইত্যাদি পরিচালনা ও সহায়তা গ্রহণ:** প্রতিষ্ঠান, কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও সংশ্লিষ্ট আর্থিক কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ও নির্দেশনা অনুযায়ী, মোবাইল ব্যাংকিং, এজেন্ট ব্যাংকিং, মানি সার্ভিস ফ্যাসিলিটি (MSF), পেমেন্ট সার্ভিস অপারেটর (PSO) এবং অন্যান্য ডিজিটাল আর্থিক সেবা পরিচালনা করতে পারবে। এই খাতে ডিজিটাল লেনদেন বৃদ্ধি, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, নিরাপদ অর্থ স্থানান্তর, দ্রুত পেমেন্ট সেবা এবং গ্রামীণ ও নগর এলাকায় আধুনিক ব্যাংকিং সুবিধা সম্প্রসারণ নিশ্চিত করা হবে। প্রতিষ্ঠান দেশি-বিদেশি প্রযুক্তি সরবরাহকারী, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, মোবাইল অপারেটর, নিয়ন্ত্রক সংস্থা এবং দাতা সংস্থার সহযোগিতায় প্রযুক্তি উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ, বিনিয়োগ ও কারিগরি সহায়তা গ্রহণ করতে পারবে।

(১১) **সফটওয়্যার বিজনেস পরিচালনা ও সহায়তা গ্রহণ:** প্রতিষ্ঠান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, বৌদ্ধিক সম্পদ অধিকার আইন এবং সংশ্লিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ করে সফটওয়্যার উন্নয়ন, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম নির্মাণ, আইটি সেবা প্রদান এবং

প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে। এই খাতে প্রতিষ্ঠান দেশি-বিদেশি প্রযুক্তি উদ্যোক্তা, বিনিয়োগকারী, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, দাতা সংস্থা এবং বাজার উন্নয়ন অংশীদারদের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগ, অর্থায়ন, প্রযুক্তি স্থানান্তর, প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারবে। প্রতিষ্ঠান সরকারি ও বেসরকারি খাতে সফটওয়্যার সলিউশন সরবরাহ, কাস্টমাইজেশন, মেইনটেন্যান্স এবং ক্লাউড বেইজড সেবা প্রদান করবে এবং দেশীয় প্রযুক্তি শক্তি বৃদ্ধিতে অবদান রাখবে।

(১২) **স্টকস ও সিকিউরিটিজ প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও সহায়তা গ্রহণ:** প্রতিষ্ঠান, দেশের প্রচলিত কোম্পানি আইন, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন এবং সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক সংস্থার বিধি-বিধানের আলোকে, পুঁজিবাজারে অংশগ্রহণ এবং দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে স্টকস, বন্ড, ডিবেঞ্চার, ইউনিট ট্রাস্ট ও অন্যান্য সিকিউরিটিজ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান গঠন ও পরিচালনা করতে পারবে। প্রতিষ্ঠান দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারী, দাতা সংস্থা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্তি, মূলধন সংগ্রহ, লভ্যাংশ বিতরণ এবং বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

(১৩) **ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি পরিচালনা ও সহায়তা গ্রহণ:** প্রতিষ্ঠান দেশের প্রচলিত আইন, বিধি-বিধান ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন অনুযায়ী, আর্থিক স্থিতিশীলতা, সামাজিক নিরাপত্তা এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি গঠন ও পরিচালনা করতে পারবে। এ লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান দেশীয় ও আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা, বিনিয়োগকারী, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং দানশীল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের কাছ থেকে অনুদান, বিনিয়োগ, ঋণ ও কারিগরি সহায়তা গ্রহণ করতে পারবে।

(১৪) **এভিয়েশন কোম্পানি পরিচালনা ও সহায়তা গ্রহণ:** প্রতিষ্ঠান, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ও দেশের প্রচলিত বেসামরিক বিমান চলাচল আইন ও নীতিমালার আলোকে, এভিয়েশন খাতে অবকাঠামো উন্নয়ন, যাত্রী ও কার্গো পরিবহন, জরুরি সেবা প্রদান, পর্যটন উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেসরকারি এভিয়েশন কোম্পানি গঠন ও পরিচালনা করতে পারবে। এই খাতে দেশি-বিদেশি দাতা সংস্থা, বিনিয়োগকারী, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে বিনিয়োগ, অনুদান, ঋণ এবং কারিগরি সহায়তা গ্রহণ করতে পারবে।

(১৫) **গার্মেন্টস বিজনেস পরিচালনা ও সহায়তা গ্রহণ:** প্রতিষ্ঠান, দেশের শ্রম আইন, রপ্তানি নীতিমালা, শিল্পনীতি ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (ILO) মানদণ্ড অনুসরণপূর্বক, গার্মেন্টস ও রেডিমেড গার্মেন্টস (RMG) খাতে শিল্পপ্রতিষ্ঠান গঠন, পরিচালনা ও রপ্তানিমুখী উৎপাদন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে পারবে। এ খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারী শ্রমিকদের ক্ষমতায়ন, নিরাপদ কর্মপরিবেশ, সামাজিক নিরাপত্তা এবং পরিবেশবান্ধব উৎপাদন ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হবে।

প্রতিষ্ঠান দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারী, দাতা সংস্থা, প্রযুক্তি ও বাজার উন্নয়ন অংশীদার এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় গার্মেন্টস কারখানা স্থাপন, আধুনিক যন্ত্রপাতি সংযোজন, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, এবং পণ্য বিপণন ও রপ্তানির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

(১৬) **গার্মেন্টস এক্সেসরিজ বিজনেস পরিচালনা ও সহায়তা গ্রহণ:** প্রতিষ্ঠান, দেশের শিল্পনীতি, শ্রম আইন, রপ্তানি নীতিমালা ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসরণ করে গার্মেন্টস শিল্পের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট এক্সেসরিজ (যেমন: বোতাম, জিপার, ইলাস্টিক, লেবেল, ট্যাগ, কার্টন, পলি, প্যাকেজিং সামগ্রী ইত্যাদি) উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিপণন ও রপ্তানিমুখী শিল্পপ্রতিষ্ঠান গঠন ও পরিচালনা করতে পারবে। এই খাতে দক্ষতা উন্নয়ন, স্থানীয় কাঁচামালের ব্যবহার, প্রযুক্তি উদ্ভাবন, নারী ও যুবকদের কর্মসংস্থান এবং গার্মেন্টস শিল্পে ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শক্তিশালীকরণে গুরুত্বারোপ করা হবে। প্রতিষ্ঠান দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারী, দাতা সংস্থা, প্রযুক্তি সরবরাহকারী ও বাজার উন্নয়ন অংশীদারদের সহায়তায় যৌথ উদ্যোগ, ঋণ, অনুদান ও কারিগরি সহযোগিতা গ্রহণের মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে পারবে।

(১৭) **পাওয়ার অ্যান্ড ফুয়েল বিজনেস পরিচালনা ও সহায়তা গ্রহণ:** প্রতিষ্ঠান, বিদ্যুৎ আইন, জ্বালানি নীতি, পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা এবং সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক সংস্থার নির্দেশনা অনুযায়ী, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি (Power & Fuel) খাতে উৎপাদন, সরবরাহ, বিতরণ, সংরক্ষণ ও বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে। এ খাতে নবায়নযোগ্য (সোলার, বায়ু, বায়োগ্যাস) ও অ-নবায়নযোগ্য (ডিজেল, গ্যাস, কয়লা, এলপিজি ইত্যাদি) জ্বালানি উৎস ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, ফুয়েল স্টেশন, পাইপলাইন নেটওয়ার্ক, এবং জ্বালানি সংরক্ষণ ও বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তোলার সুযোগ থাকবে। প্রতিষ্ঠান দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারী, প্রযুক্তি সরবরাহকারী, দাতা সংস্থা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় অর্থায়ন, কারিগরি সহায়তা, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও যৌথ উদ্যোগে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারবে।

(১৮) **শিপ ব্রেকিং ও স্ক্র্যাপ বিজনেস পরিচালনা ও সহায়তা গ্রহণ:** প্রতিষ্ঠান, পরিবেশ সুরক্ষা আইন, শ্রম আইন, নৌ পরিবহন আইন এবং আন্তর্জাতিক মেরিটাইম সংস্থার (IMO) নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক, নৌযান ভাঙ্গা (Ship Breaking), রিসাইক্লিং এবং স্ক্র্যাপ ভিত্তিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান গঠন ও পরিচালনা করতে পারবে। এই খাতে নিরাপদ, পরিবেশবান্ধব ও শ্রমবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করে, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানিমুখী কার্যক্রম, পুনর্ব্যবহারযোগ্য পণ্যের উৎপাদন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। প্রতিষ্ঠান এই লক্ষ্যে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ, দান, কারিগরি সহায়তা ও অংশীদারিত্বমূলক সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারবে।

(১৯) **শিপিং বিজনেস পরিচালনা ও সহায়তা গ্রহণ:** প্রতিষ্ঠান, নৌ পরিবহন আইন, বন্দর কর্তৃপক্ষের বিধিমালা, আন্তর্জাতিক সমুদ্র পরিবহন সংস্থা (IMO) ও মেরিটাইম কনভেনশন অনুযায়ী, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক জলপথে যাত্রী ও পণ্য পরিবহন,

কার্গো সার্ভিস, কন্টেইনার পরিবহন, ট্রানজিট ও ট্রান্সশিপমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে শিপিং কোম্পানি গঠন ও পরিচালনা করতে পারবে। এ লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান জাহাজ ক্রয়, ভাড়া, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ, রুট ডেভেলপমেন্ট, শিপ ম্যানেজমেন্ট, নাবিক প্রশিক্ষণ এবং সমুদ্রবন্দর-ভিত্তিক লজিস্টিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে পারবে। প্রতিষ্ঠান দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারী, দাতা সংস্থা, নৌপরিবহন সংস্থা, বন্দর কর্তৃপক্ষ, সমুদ্র বীমা প্রতিষ্ঠান এবং প্রযুক্তি সরবরাহকারীদের সহায়তায় অর্থায়ন, কারিগরি সহযোগিতা ও যৌথ অংশীদারিত্বমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারবে।

(২০) **গোল্ড, ডায়মন্ড ও জেমস্টোন বিজনেস পরিচালনা ও সহায়তা গ্রহণ:** প্রতিষ্ঠান, দেশের প্রচলিত খনিজ সম্পদ আইন, আমদানি-রপ্তানি নীতিমালা, স্বর্ণ ও রত্ন ব্যবসা সম্পর্কিত বিধি-বিধান এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসরণ করে স্বর্ণ (Gold), হীরা (Diamond), মূল্যবান রত্নপাথর (Gemstone) ও অলংকার ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবে। এই খাতে খনন, আমদানি, প্রক্রিয়াজাতকরণ, গয়না নির্মাণ, ব্র্যান্ডিং, বিপণন ও রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হবে। প্রতিষ্ঠান দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারী, দাতা সংস্থা, কারিগরি সহযোগী ও বাজার উন্নয়ন সংস্থার সহায়তায় অর্থায়ন, প্রযুক্তি ও বিপণন সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে।

(২১) **ব্র্যান্ড নিউ ও রিকন্ডিশন যানবাহন ক্রয়, আমদানি, বাজারজাতকরণ ও সহায়তা গ্রহণ:** প্রতিষ্ঠান, দেশের প্রচলিত মোটরযান আইন, আমদানি-রপ্তানি নীতিমালা, পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ও শুল্কনীতি অনুসরণপূর্বক, বিভিন্ন ধরণের ব্র্যান্ড নিউ ও রিকন্ডিশন যানবাহন (যেমন: ব্যক্তিগত গাড়ি, যাত্রীবাহী বাস, ট্রাক, অ্যাম্বুলেন্স, মাইক্রোবাস, পিকআপ, ইলেকট্রিক ও হাইব্রিড যানবাহন ইত্যাদি) ক্রয়, আমদানি, বাজারজাতকরণ এবং ভাড়া/বিক্রয়/সেবাদান কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে। এই খাতে প্রতিষ্ঠান দেশি-বিদেশি সরবরাহকারী, উৎপাদনকারী, বিনিয়োগকারী ও উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে অংশীদারিত্বমূলক সম্পর্ক স্থাপন করে বিনিয়োগ, অনুদান, ঋণ ও কারিগরি সহায়তা গ্রহণ করতে পারবে।

(২২) **সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপন, সরবরাহ ও সহায়তা গ্রহণ:** প্রতিষ্ঠান, নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতি, বিদ্যুৎ আইন ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা অনুসরণ করে, টেকসই ও পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট (Solar Power Plant) স্থাপন, পরিচালনা, সরঞ্জাম সরবরাহ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে। এই খাতে সৌরবিদ্যুৎ ভিত্তিক কৃষি, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, আবাসন ও উৎপাদন খাতে ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে গ্রামীণ উন্নয়ন ও কার্বন নির্গমন হ্রাসে ভূমিকা রাখা হবে। প্রতিষ্ঠান দেশি-বিদেশি প্রযুক্তি সরবরাহকারী, নির্মাতা, বিনিয়োগকারী ও দাতা সংস্থার সহায়তায় অর্থায়ন, ঋন সহায়তা, প্রযুক্তি স্থানান্তর, কারিগরি সহযোগিতা ও অংশীদারিত্বমূলক চুক্তি সম্পাদন করতে পারবে।

(২৩) **রিয়েলস্টেট অ্যান্ড হাউজিং বিজনেস পরিচালনা ও সহায়তা গ্রহণ:** প্রতিষ্ঠান, নগর উন্নয়ন নীতি, আবাসন ও ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত বিধি-বিধান, পরিবেশ আইন এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুসরণ করে, আবাসন ও রিয়েলস্টেট খাতে ভূমি উন্নয়ন, প্লট ও ফ্ল্যাট উন্নয়ন, ভবন নির্মাণ, হাউজিং প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং বাণিজ্যিক ও আবাসিক অবকাঠামো নির্মাণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে। এ লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান সুবিধাবঞ্চিত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্য স্বল্পমূল্যের আবাসন, ভাড়াভিত্তিক আবাসন, পরিবেশবান্ধব ও জলবায়ু সহনশীল ভবন নির্মাণ, এবং আধুনিক নগর পরিকল্পনার আওতায় স্মার্ট হাউজিং কমিউনিটি গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারবে। প্রতিষ্ঠান দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারী, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, দাতা সংস্থা ও প্রকৌশল প্রতিষ্ঠানসমূহের সহায়তায় অর্থায়ন, ঋণ সহায়তা, কারিগরি সহযোগিতা, এবং অংশীদারিত্বমূলক উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারবে।

৬০। ওয়েলফেয়ার সোশ্যাল বিজনেস (WSB) ও এর আওতাভুক্ত কোম্পানি, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহ

প্রতিষ্ঠানের সহযোগী কোম্পানি, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা হিসেবে নিম্নলিখিত কোম্পানি, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাগুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যথা: ক) ফিনটেক আইসিটি রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড সাবস্ক্রিপশন সার্ভিসেস লিমিটেড, খ) ওয়েলফেয়ার ই-কমার্স সার্ভিসেস লিমিটেড, গ) ওয়েলফেয়ার পার্সেল অ্যান্ড কুরিয়ার সার্ভিসেস লিমিটেড, ঘ) ওয়েলফেয়ার হাই-টেক ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড, ঙ) ওয়েলফেয়ার গ্লোবাল বিগ বাজার লিমিটেড, চ) রিজেন্সী মিডিয়া লিমিটেড, ও ছ) পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকল কোম্পানি, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা। প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে নতুন কোম্পানি, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহকে প্রতিষ্ঠানের আওতাভুক্ত করতে পারবে এবং তাদের কার্যক্রমের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় নিশ্চিত করবে।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রকল্প, কর্মসূচি রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন

৬১। ওয়েলফেয়ার ডেভেলপমেন্ট কন্ট্রিবিউশন

প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধরণের সামাজিক সেবা ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য একটি সংগঠিত রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন ব্যবস্থা চালু করবে। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যক্তি, পরিবার, গোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা নির্ধারিত নিয়ম ও প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিবন্ধিত হয়ে সেবা গ্রহণের সুযোগ পাবে। একই সাথে, চুক্তিভিত্তিক প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও কোম্পানিগুলোকে নির্দিষ্ট শর্ত সাপেক্ষে এই রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হবে। এর ফলে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও উদ্ভাবনী সেবার বিস্তার সম্ভব হবে। এই প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ তাদের সম্মিলিত শ্রম, সময়, অর্থ ও দক্ষতা অবদান রেখে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে।

৬২। রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া

আগ্রহী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে নির্ধারিত অনলাইন বা অফলাইন ফরম পূরণ করে আবেদন করতে হবে। রেজিস্ট্রেশনের সময় প্রয়োজনীয় তথ্য যেমন: নাম, ঠিকানা, এনআইডি/ট্রেড লাইসেন্স, যোগাযোগ নম্বর, প্রকল্পের ধরণ ইত্যাদি সংযুক্ত করতে হবে। রেজিস্ট্রেশন নিশ্চিত হলে একটি ইউনিক আইডি বা রেফারেন্স নম্বর প্রদান করা হবে। সকল নিবন্ধিত সদস্য একটি কেন্দ্রীয় ডাটাবেজে সংরক্ষিত থাকবে।

৬৩। সাবস্ক্রিপশন প্রক্রিয়া

নিবন্ধিত সদস্যদের জন্য বার্ষিক, প্রকল্পভিত্তিক বা পরিষেবা-ভিত্তিক সাবস্ক্রিপশন ফি নির্ধারিত থাকবে। ফি পরিশোধের পর সদস্য নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পরিষেবা ব্যবহারের অধিকার পাবেন। ফি পরিশোধ না করলে নির্দিষ্ট সময় পর সদস্যপদ স্থগিত হবে। অনলাইন পেমেন্ট, মোবাইল ব্যাংকিং এবং ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে ফি গ্রহণযোগ্য হবে।

৬৪। তথ্য সুরক্ষা ও গোপনীয়তা

সদস্যদের তথ্য সুরক্ষিত ডিজিটাল ডাটাবেজে সংরক্ষিত থাকবে, অনুমোদন ছাড়া তৃতীয় পক্ষকে দেওয়া হবে না এবং সাইবার নিরাপত্তা ও প্রটোকল অনুসারে ব্যবস্থাপনা করা হবে।

৬৫। রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন ফি-এর ব্যবহার

রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন ফি থেকে প্রাপ্ত অর্থ প্রকল্প বাস্তবায়ন, প্রযুক্তি ও ডাটাবেজ ব্যবস্থাপনা, সদস্য কল্যাণ, প্রশাসনিক ও অন্যান্য খাতে ব্যয় করা হবে।

৬৬। কমিউনিটি ভিত্তিক রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন সদস্য ফি কাঠামো

প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য অনুযায়ী বিভিন্ন পেশা, বয়স, অবস্থা ও কার্যক্রমভিত্তিক সদস্যদের জন্য কমিউনিটি ভিত্তিক রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন কার্যক্রম পরিচালিত হবে। এ লক্ষ্যে, প্রতিটি ক্যাটাগরির সদস্যদের জন্য এককালীন ও অফেরতযোগ্য রেজিস্ট্রেশন ফি এবং বার্ষিক সাবস্ক্রিপশন ফি নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন:

ক্রম	কমিউনিটি ভিত্তিক রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন ক্যাটাগরি	প্রজেক্ট কোড	রেজিস্ট্রেশন ফি	সাবস্ক্রিপশন ফি			
			৫ বছর	১০ বছর	১৫ বছর	২০ বছর	২৫ বছর
(১)	Welfare Community Member	WCM	৫০০/-	১,০০০/-	১,৫০০/-	২,০০০/-	২,৫০০/-
(২)	Welfare Students Community	WSC	৫০০/-	১,০০০/-	১,৫০০/-	২,০০০/-	২,৫০০/-
(৩)	Welfare Farmer Community	WFC	৫০০/-	১,০০০/-	১,৫০০/-	২,০০০/-	২,৫০০/-
(৪)	Welfare Employee Community	WEC	৫০০/-	১,০০০/-	১,৫০০/-	২,০০০/-	২,৫০০/-
(৫)	Welfare Entrepreneur Community	WEC	৭৫০/-	১,৫০০/-	২,২৫০/-	৩,০০০/-	৩,৭৫০/-
(৬)	Welfare Affiliate Marketer Community	WAMC	১,০০০/-	২,০০০/-	৩,০০০/-	৪,০০০/-	৫,০০০/-
(৭)	Welfare Direct Seller Community	WDSC	১,২৫০/-	২,৫০০/-	৩,৭৫০/-	৫,০০০/-	৬,২৫০/-
(৮)	Welfare Family Management	WFM	১,৫০০/-	৩,০০০/-	৪,৫০০/-	৬,০০০/-	৭,৫০০/-

৬৭। ওয়েলফেয়ার এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম [প্রজেক্ট কোড: PESP] ও ফি কাঠামো

প্রতিষ্ঠান শিক্ষাক্ষেত্রে ন্যায্যতা, সুযোগ ও গুণগতমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য শ্রেণিভিত্তিক সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এতে শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষা-সংস্থাসমূহ উপকৃত হবে। এ লক্ষ্যে, প্রতিটি সদস্যদের জন্য এককালীন ও অফেরতযোগ্য রেজিস্ট্রেশন ফি এবং বার্ষিক সাবস্ক্রিপশন ফি নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন:

ক্রম	প্রোগ্রামের নাম	লক্ষ্য শিক্ষার্থী স্তর	নির্ধারিত ফি (BDT)	ফি ধরন
(১)	প্রাইমারি এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম	শিশু শ্রেণি - ৫ম শ্রেণি	সর্বনিম্ন: ২,৫০০/- এবং সর্বোচ্চ: ৫,০০০/-	এককালীন, অফেরতযোগ্য
(২)	হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম	৬ষ্ঠ—১২তম শ্রেণি	সর্বনিম্ন: ৫,৫০০/- এবং সর্বোচ্চ: ১১,০০০/-	এককালীন, অফেরতযোগ্য
(৩)	হায়ার এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম	বিশ্ববিদ্যালয়	সর্বনিম্ন: ৭,৫০০/- এবং সর্বোচ্চ: ১৫,০০০/-	এককালীন, অফেরতযোগ্য

৬৮। ওয়েলফেয়ার স্ক্রাচ কার্ড রিওয়ার্ড প্রোগ্রাম (Welfare Scratch Card Reward Program)

(১) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণ, সেবা গ্রহণ ও নির্দিষ্ট কার্যক্রমে উৎসাহ দিতে একটি প্রণোদনামূলক পুরস্কার ব্যবস্থা হিসেবে স্ক্র্যাচ কার্ড প্রোগ্রাম চালু করা হবে। এটি শিক্ষার্থী, অভিভাবক, উদ্যোক্তা বা সাধারণ সদস্যদের মাঝে আগ্রহ, প্রতিযোগিতা ও অনুপ্রেরণা সৃষ্টিতে সহায়ক হবে।

(২) প্রধান কার্যক্রম: ১) ডিজিটাল ও প্রিন্ট স্ক্র্যাচ কার্ড তৈরি ও বিতরণ, ২) সদস্য রেজিস্ট্রেশন, সাবস্ক্রিপশন বা নির্দিষ্ট কার্যক্রমে অংশগ্রহণের পর স্ক্র্যাচ কার্ড প্রদান, ৩) প্রতিটি স্ক্র্যাচ কার্ডে থাকবে ইউনিক কোড বা QR Code, ৪) ওয়েবসাইট বা অ্যাপের মাধ্যমে স্ক্যান করে পুরস্কার যাচাই ও গ্রহণ।

(৩) পুরস্কারের ধরন: ১) ডিসকাউন্ট/ফ্রি সেবা, ২) শিক্ষাসামগ্রী, ৩) প্রশিক্ষণ কোর্সে ছাড়, ৪) উপহার সামগ্রী বা লয়্যালটি পয়েন্ট।

(৪) পরিচালনা ও সুরক্ষা: ১) একটি সেন্ট্রাল ভেরিফিকেশন ও রিডিম সিস্টেম তৈরি হবে, ২) ফ্রড, নকল বা একাধিক ব্যবহার রোধে স্বয়ংক্রিয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা, ৩) প্রতিটি স্ক্র্যাচ কোড হবে একবার ব্যবহারের উপযোগী।

(৫) **প্রত্যাশিত ফলাফল:** ১) সদস্যদের অংশগ্রহণে বৃদ্ধি, ২) শিক্ষামূলক ও ব্যবসায়িক কার্যক্রমে উদ্দীপনা, ৩) সেবার প্রচার ও প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারে আগ্রহ বৃদ্ধি।

(৬) **স্ক্র্যাচ কার্ড প্রোগ্রাম রেজিস্ট্রেশন ফি কাঠামো:**

ক্রম	প্রোগ্রামের নাম	অংশগ্রহণকারীর স্তর	নির্ধারিত ফি (BDT)	ফি ধরন
(১)	কমিউনিটি ফেস্টিভ্যাল স্ক্র্যাচ কার্ড প্রোগ্রাম	শিক্ষার্থী ও অভিভাবক	সর্বনিম্ন: ১৫০/- এবং সর্বোচ্চ: ১,৫০০/-	এককালীন, অফেরতযোগ্য
(২)	কমিউনিটি ডিজিটাল স্ক্র্যাচ কার্ড প্রোগ্রাম	শিক্ষার্থী ও অভিভাবক	সর্বনিম্ন: ২৫০/- এবং সর্বোচ্চ: ২,৫০০/-	এককালীন, অফেরতযোগ্য
(৩)	কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট স্ক্র্যাচ কার্ড প্রোগ্রাম	শিক্ষার্থী ও অভিভাবক	সর্বনিম্ন: ৫০০/- এবং সর্বোচ্চ: ৫,০০০/-	এককালীন, অফেরতযোগ্য

৬৯। **ওয়েলফেয়ার কুইজ সার্ভিসেস প্রোগ্রাম (Welfare Quiz Services Program)**

(১) **লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:** শিক্ষার্থী, অভিভাবক, তরুণ, পেশাজীবী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে জ্ঞান অর্জন, মূল্যায়ন ও দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে মানসিক বিকাশ ও শিক্ষা বিস্তার। শিক্ষাকে আনন্দদায়ক করে উপস্থাপন করাই এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

(২) **প্রধান কার্যক্রম:** ১) বয়সভিত্তিক ও স্তরভিত্তিক অনলাইন/অফলাইন কুইজ, ২) বিষয়ভিত্তিক কুইজ (বাংলা, ইংরেজি, বিজ্ঞান, গণিত, ICT, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স), ৩) অভিভাবকদের জন্য সচেতনতামূলক ও পারিবারিক বিষয়ক কুইজ, ৪) সপ্তাহ/মাসভিত্তিক কুইজ প্রতিযোগিতা।

(৩) **ফলাফলের ভিত্তিতে:** ১) ডিজিটাল সার্টিফিকেট, স্কোরকার্ড ও পুরস্কার, ২) মেধাবী অংশগ্রহণকারীদের বৃত্তি বা প্রশিক্ষণের বিশেষ সুবিধা।

(৪) **প্রযুক্তিগত প্ল্যাটফর্ম:** ১) মোবাইল অ্যাপ বা ওয়েব পোর্টাল, ২) ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ডভিত্তিক লগইন, ৩) র‍্যাঙ্কিং, স্কোরবোর্ড, ও অনলাইন মডারেশন, ৪) প্রশ্নব্যাংক ও অটো জেনারেটেড রেজাল্ট।

(৫) **প্রত্যাশিত ফলাফল:** ১) শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস ও পরীক্ষা প্রস্তুতিতে সহায়তা, ২) পিতামাতা ও শিক্ষকের মধ্যে সচেতনতা ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, ৩) বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ, শেখার আগ্রহ ও মনস্তাত্ত্বিক উন্নয়ন।

(৬) কুইজ সার্ভিসেস প্রোগ্রাম রেজিস্ট্রেশন ফি কাঠামো:

ক্রম	প্রোগ্রামের নাম	অংশগ্রহণকারীর স্তর	নির্ধারিত ফি (BDT)	ফি ধরন
(১)	প্রাইমারি কুইজ সার্ভিসেস	শিক্ষার্থী ও অভিভাবক	সর্বনিম্ন: ২৫/- এবং সর্বোচ্চ: ১২৫/-	এককালীন, অফেরতযোগ্য
(২)	সেকেন্ডারি কুইজ সার্ভিসেস	শিক্ষার্থী ও অভিভাবক	সর্বনিম্ন: ৫০/- এবং সর্বোচ্চ: ২৫০/-	এককালীন, অফেরতযোগ্য
(৩)	হায়ার কুইজ সার্ভিসেস	শিক্ষার্থী ও অভিভাবক	সর্বনিম্ন: ১০০/- এবং সর্বোচ্চ: ৫০০/-	এককালীন, অফেরতযোগ্য

৭০। **স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম (Smart Agriculture Program)**

(ক) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা ও কৃষককল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্য স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রামের মাধ্যমে কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, পরিবেশবান্ধব চাষাবাদ, কৃষকদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং কৃষিপণ্যের বাজার সংযোগ নিশ্চিত করা হবে।

(খ) প্রধান কার্যক্রম:

(১) **স্মার্ট কৃষি প্রযুক্তির সম্প্রসারণ:** ১) সেন্সর, IoT (Internet of Things), ড্রোন, স্যাটেলাইট ও স্মার্ট অ্যাপ ব্যবহার করে চাষাবাদ, ২) জলবায়ু ও মাটির তথ্যভিত্তিক ডিজিটাল কৃষি পরামর্শ, ৩) “Agro App” এর মাধ্যমে চাষপদ্ধতি, সার, কীটনাশক ও সেচ ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন।

(২) **কৃষক প্রশিক্ষণ ও স্কিল ডেভেলপমেন্ট:** ১) আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি, জৈবচাষ, হাইব্রিড চাষ, হাই-ভ্যালু ক্রপ বিষয়ক প্রশিক্ষণ, ২) যুব কৃষকদের জন্য উদ্যোক্তা গঠন প্রশিক্ষণ, ৩) মাঠপর্যায়ে “ফার্মার স্কুল” পরিচালনা।

(৩) **স্মার্ট কৃষি ইনপুট ও ইনফ্রাস্ট্রাকচার সাপোর্ট:** ১) উন্নত জাতের বীজ, সার, কীটনাশক ও জৈব উপকরণ প্রাপ্তির ব্যবস্থা, ২) সোলার ইরিগেশন সিস্টেম, মাল্টিলেয়ার চাষ, ভার্টিক্যাল ফার্মিং প্রবর্তন, ৩) স্মার্ট স্টোরেজ, ঠান্ডা সংরক্ষণাগার ও প্রক্রিয়াজাতকরণ সুবিধা।

(৪) **কৃষিপণ্যের বাজার সংযোগ ও ডিজিটাল মার্কেটপ্লেস:** ১) কৃষক-ক্রেতা সংযোগে “Agro E-Marketplace” চালু, ২) ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতকরণে সমতাভিত্তিক মূল্য নির্ধারণ, ৩) সরাসরি ভোক্তার কাছে কৃষিপণ্য সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন।

(৫) **পরিবেশবান্ধব ও টেকসই কৃষিচর্চা:** ১) জৈব ও রাসায়নিকহীন চাষাবাদ, ২) জলবায়ু সহনশীল চাষ পদ্ধতির প্রচলন, ৩) কৃষিক্ষেত্রে পুনর্ব্যবহারযোগ্য পানি ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা।

(৬) **লক্ষ্যভিত্তিক উপকারভোগী:** ১) প্রান্তিক, মাঝারি ও যুব কৃষক, ২) নারী কৃষক ও কৃষি উদ্যোক্তা, ৩) কৃষি সংগঠন, কো-অপারেটিভ ও অ্যাগ্রো-স্টার্টআপ, ৪) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেকার তরুণ সমাজ।

(৭) **প্রকল্প বাস্তবায়ন কাঠামো:** ১) অংশীদার: কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, NGO, প্রযুক্তি কোম্পানি, ২) বাস্তবায়ন ইউনিট: উপজেলা/গ্রামভিত্তিক ক্লাস্টার দল, ৩) পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন: ডেটা সংগ্রহ, কৃষি উৎপাদন রেকর্ড, কৃষক সন্তুষ্টি জরিপ।

(৮) **প্রত্যাশিত ফলাফল:** ১) কৃষির উৎপাদনশীলতা ও কৃষকের আয় বৃদ্ধি, ২) প্রযুক্তিনির্ভর ও পরিবেশবান্ধব চাষাবাদ প্রসার, ৩) যুব কৃষি উদ্যোক্তা তৈরি ও কর্মসংস্থানের সৃষ্টি, ৪) খাদ্য নিরাপত্তা ও কৃষিপণ্যের রপ্তানি সক্ষমতা বৃদ্ধি।

(৯) **সম্ভাব্য কার্যকর যুক্ত সংযোজন:** ১) Agro-Scratch Card Program: প্রশিক্ষণ ও বাজারসংযোগে ইনসেনটিভ, ২) Smart Farmer ID Card: কৃষক নিবন্ধন ও সেবা প্রাপ্তির ডিজিটাল আইডি, ৩) Agro Loan Facilitation Desk: কৃষিঋণ সহায়তা ও ব্যাংক সংযোগ। এই প্রকল্পটি "Welfare Farmer Community" এর অধীন একটি ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচি হিসেবে পরিচালনা করা হবে।

(১০) **স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম রেজিস্ট্রেশন ফি কাঠামো:**

ক্রম	প্রোগ্রামের নাম	প্রজেক্ট কোড	নির্ধারিত ফি (BDT)	ফি ধরন
(১)	মিশ্র ফল চাষ প্রকল্প	MFCP	সর্বনিম্ন: ৫,৫০০/- এবং সর্বোচ্চ: ১১,০০০/-	এককালীন, অফেরতযোগ্য
(২)	মিশ্র সবজি চাষ প্রকল্প	MVCP	সর্বনিম্ন: ৩,৫০০/- এবং সর্বোচ্চ: ৭,০০০/-	এককালীন, অফেরতযোগ্য
(৩)	ধান চাষ প্রকল্প	PCP	সর্বনিম্ন: ৪,৫০০/- এবং সর্বোচ্চ: ৯,০০০/-	এককালীন, অফেরতযোগ্য
(৪)	মাশরুম চাষ প্রকল্প	MCP	সর্বনিম্ন: ৫,৫০০/- এবং সর্বোচ্চ: ১১,০০০/-	এককালীন, অফেরতযোগ্য
(৫)	মৌ চাষ প্রকল্প	BKP	সর্বনিম্ন: ৮,৫০০/- এবং সর্বোচ্চ: ১৭,০০০/-	এককালীন, অফেরতযোগ্য
(৬)	মৎস্য চাষ প্রকল্প	FFP	সর্বনিম্ন: ১৫,৫০০/- এবং সর্বোচ্চ: ৩১,০০০/-	এককালীন, অফেরতযোগ্য
(৭)	গাভী পালন প্রকল্প	CFP	সর্বনিম্ন: ১৫,৫০০/- এবং সর্বোচ্চ: ৩১,০০০/-	এককালীন, অফেরতযোগ্য
(৮)	ছাগল পালন প্রকল্প	GRP	সর্বনিম্ন: ৭,৫০০/- এবং সর্বোচ্চ: ১৫,০০০/-	এককালীন, অফেরতযোগ্য
(৯)	হাঁস পালন প্রকল্প	DRP	সর্বনিম্ন: ৩,৫০০/- এবং সর্বোচ্চ: ৭,৫০০/-	এককালীন, অফেরতযোগ্য
(১০)	মুরগি পালন প্রকল্প	PFP	সর্বনিম্ন: ৩,৫০০/- এবং সর্বোচ্চ: ৭,৫০০/-	এককালীন, অফেরতযোগ্য

৭১। কমিউনিটি সোস্যাল সার্ভিসেস (CSS)

(১) **লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:** কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) একটি সমন্বিত মানবিক উন্নয়নভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম, যার মূল লক্ষ্য হলো দেশের প্রত্যন্ত, অনগ্রসর, সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে প্রয়োজনভিত্তিক সেবা প্রদান এবং একটি টেকসই, নিরাপদ ও সুশৃঙ্খল সমাজ গঠনে সক্রিয় অবদান রাখা। CSS এমন একটি কাঠামো যেখানে সমাজের বিভিন্ন স্তরের জনগণ তাদের চাহিদা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সেবায় যুক্ত হতে পারেন, রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশনের মাধ্যমে।

(২) **কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) রেজিস্ট্রেশন ফি কাঠামো:**

ক্রম	প্রোগ্রামের নাম	প্রজেক্ট কোড	নির্ধারিত ফি (BDT)	ফি ধরন
(১)	স্মার্ট শিক্ষা, গবেষণা এবং উদ্ভাবন প্রোগ্রাম	SERIP	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে	এককালীন, অফেরতযোগ্য
(২)	নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টি উন্নয়ন প্রোগ্রাম	SFNDP	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে	এককালীন, অফেরতযোগ্য
(৩)	স্মার্ট কৃষি শিল্প উন্নয়ন ও কৃষক সচেতনতা প্রোগ্রাম	SAIDFAP	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে	এককালীন, অফেরতযোগ্য
(৪)	জাতীয় পর্যায়ের মানবিক সহায়তা প্রোগ্রাম	NHSP	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে	এককালীন, অফেরতযোগ্য
(৫)	নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন প্রোগ্রাম	SWSP	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে	এককালীন, অফেরতযোগ্য
(৬)	পরিবেশ উন্নয়ন ও জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবেলা প্রোগ্রাম	EDCRP	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে	এককালীন, অফেরতযোগ্য

(৩) **CSS সদস্য শ্রেণি ও অন্তর্ভুক্তি পদ্ধতি:** ১) ব্যক্তি, পরিবার, গ্রুপ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কৃষক সংগঠন, এনজিও, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি, ২) রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন ফি নির্ধারিত (এককালীন ও অফেরতযোগ্য), ৩) নিবন্ধিত সদস্যগণ নির্ধারিত প্রকল্প/সেবায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন।

(৪) **ব্যবস্থাপনা কাঠামো:** প্রত্যেক পরিষেবার জন্য পৃথক প্রকল্প ইউনিট ও টেকনিক্যাল টিম থাকবে; উপজেলা/ইউনিয়ন/ওয়ার্ডভিত্তিক CSS প্রতিনিধি ও সমন্বয়কারী নিয়োজিত থাকবেন; এবং কেন্দ্রীয় ডেটাবেজ ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করা হবে।

(৫) **প্রত্যাশিত ফলাফল:** পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন, সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনীর সম্প্রসারণ, SDG অর্জনে সহায়তা, এবং অংশীদারিত্বমূলক সমাজ গঠনের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

৭২। সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট পলিসি (SDP) রেজিস্ট্রেশন ফি কাঠামো

ক্রম	প্রোগ্রামের নাম	প্রজেক্ট কোড	নির্ধারিত ফি (BDT)	ফি ধরন
(১)	আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সেলাই মেশিন সহায়তা প্রোগ্রাম	**SMASDP**	সর্বনিম্ন: ৪,৫০০/- এবং সর্বোচ্চ: ৯,০০০/-	এককালীন, অফেরতযোগ্য
(২)	স্মার্ট হেলথ সার্ভিসেস প্রোগ্রাম	**SHSP**	সর্বনিম্ন: ৩,৫০০/- এবং সর্বোচ্চ: ৭,০০০/-	এককালীন, অফেরতযোগ্য
(৩)	স্যানিটারি ল্যাট্রিন প্রোগ্রাম	**SLP**	সর্বনিম্ন: ৭,৫০০/- এবং সর্বোচ্চ: ১৫,০০০/-	এককালীন, অফেরতযোগ্য
(৪)	আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ল্যাপটপ সহায়তা প্রোগ্রাম	**LAPSD**	সর্বনিম্ন: ১২,৫০০/- এবং সর্বোচ্চ: ২৫,০০০/-	এককালীন, অফেরতযোগ্য
(৫)	স্মার্ট সোলার সিস্টেম প্রোগ্রাম	**SSSP**	সর্বনিম্ন: ৭,৫০০/- এবং সর্বোচ্চ: ১৫,০০০/-	এককালীন, অফেরতযোগ্য
(৬)	ডিপ টিউবওয়েল প্রোগ্রাম	**DTP**	সর্বনিম্ন: ১৫,৫০০/- এবং সর্বোচ্চ: ৩১,০০০/-	এককালীন, অফেরতযোগ্য
(৭)	স্মার্ট ভলান্টিয়ার সার্ভিসেস প্রোগ্রাম	**SVSP**	সর্বনিম্ন: ৩,৫০০/- এবং সর্বোচ্চ: ৭,০০০/-	এককালীন, অফেরতযোগ্য

৭৩। সোস্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট পলিসি (SEDP) রেজিস্ট্রেশন ফি কাঠামো

ক্রম	প্রোগ্রামের নাম	প্রজেক্ট কোড	নির্ধারিত ফি (BDT)	ফি ধরন
(১)	ওয়েলফেয়ার হাই-টেক ইলেকট্রনিক্স বিজনেস	**WHTEB**	সর্বনিম্ন: ২৫,০০০/- এবং সর্বোচ্চ: ৫০,০০০/-	এককালীন, অফেরতযোগ্য
(২)	ওয়েলফেয়ার অটোমোবাইল বিজনেস	**WAB**	সর্বনিম্ন: ২৫,০০০/- এবং সর্বোচ্চ: ৫০,০০০/-	এককালীন, অফেরতযোগ্য
(৩)	ওয়েলফেয়ার গার্মেন্টস বিজনেস	**WGB**	সর্বনিম্ন: ২৫,০০০/- এবং সর্বোচ্চ: ৫০,০০০/-	এককালীন, অফেরতযোগ্য
(৪)	ওয়েলফেয়ার পার্সেল অ্যান্ড কুরিয়ার বিজনেস	**WPCB**	সর্বনিম্ন: ২৫,০০০/- এবং সর্বোচ্চ: ৫০,০০০/-	এককালীন, অফেরতযোগ্য
(৫)	ওয়েলফেয়ার গ্লোবাল বিগ বাজার বিজনেস	**WGBBB**	সর্বনিম্ন: ২৫,০০০/- এবং সর্বোচ্চ: ৫০,০০০/-	এককালীন, অফেরতযোগ্য
(৬)	ওয়েলফেয়ার ফিনটেক বিজনেস	**WFB**	সর্বনিম্ন: ২৫,০০০/- এবং সর্বোচ্চ: ৫০,০০০/-	এককালীন, অফেরতযোগ্য

ক্রম	প্রোগ্রামের নাম	প্রজেক্ট কোড	নির্ধারিত ফি (BDT)	ফি ধরন
(৭)	ওয়েলফেয়ার স্মার্ট প্রপার্টিজ বিজনেস	**WSPB**	সর্বনিম্ন: ২৫,০০০/- এবং সর্বোচ্চ: ৫০,০০০/-	এককালীন, অফেরতযোগ্য
(৮)	স্মার্ট সফটওয়্যার সলিউশন বিজনেস	**SSSB**	সর্বনিম্ন: ২৫,০০০/- এবং সর্বোচ্চ: ৫০,০০০/-	এককালীন, অফেরতযোগ্য
(৯)	ওয়েলফেয়ার ট্রেডিং বিজনেস	**WTB**	সর্বনিম্ন: ২০,০০০/- এবং সর্বোচ্চ: ৪০,০০০/-	এককালীন, অফেরতযোগ্য
(১০)	ওয়েলফেয়ার আইসিটি বিজনেস	**WICTB**	সর্বনিম্ন: ২০,০০০/- এবং সর্বোচ্চ: ৪০,০০০/-	এককালীন, অফেরতযোগ্য
(১১)	ওয়েলফেয়ার রাইড শেয়ারিং বিজনেস	**WRSB**	সর্বনিম্ন: ২০,০০০/- এবং সর্বোচ্চ: ৪০,০০০/-	এককালীন, অফেরতযোগ্য
(১২)	ওয়েলফেয়ার ইকো-ট্যুরিজম বিজনেস	**WETB**	সর্বনিম্ন: ২০,০০০/- এবং সর্বোচ্চ: ৪০,০০০/-	এককালীন, অফেরতযোগ্য
(১৩)	ওয়েলফেয়ার এগ্রো-ট্যুরিজম বিজনেস	**WATB**	সর্বনিম্ন: ২০,০০০/- এবং সর্বোচ্চ: ৪০,০০০/-	এককালীন, অফেরতযোগ্য
(১৪)	স্মার্ট প্রেস অ্যান্ড প্রিন্টিং বিজনেস	**SPPB**	সর্বনিম্ন: ২০,০০০/- এবং সর্বোচ্চ: ৪০,০০০/-	এককালীন, অফেরতযোগ্য
(১৫)	ওয়েলফেয়ার স্মার্ট টেকনোলজি বিজনেস	**WSTB**	সর্বনিম্ন: ২০,০০০/- এবং সর্বোচ্চ: ৪০,০০০/-	এককালীন, অফেরতযোগ্য
(১৬)	ওয়েলফেয়ার ডিলারশিপ বিজনেস	**WDB**	সর্বনিম্ন: ১৫,০০০/- এবং সর্বোচ্চ: ৩০,০০০/-	এককালীন, অফেরতযোগ্য
(১৭)	ওয়েলফেয়ার এক্সেসরিজ বিজনেস	**WAB**	সর্বনিম্ন: ১৫,০০০/- এবং সর্বোচ্চ: ৩০,০০০/-	এককালীন, অফেরতযোগ্য
(১৮)	স্মার্ট মোবাইল এক্সেসরিজ বিজনেস	**SMAB**	সর্বনিম্ন: ১৫,০০০/- এবং সর্বোচ্চ: ৩০,০০০/-	এককালীন, অফেরতযোগ্য
(১৯)	ওয়েলফেয়ার সুপারশপ বিজনেস	**WSB**	সর্বনিম্ন: ১৫,০০০/- এবং সর্বোচ্চ: ৩০,০০০/-	এককালীন, অফেরতযোগ্য
(২০)	ওয়েলফেয়ার অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং বিজনেস	**WAMB**	সর্বনিম্ন: ১৫,০০০/- এবং সর্বোচ্চ: ৩০,০০০/-	এককালীন, অফেরতযোগ্য
(২১)	ওয়েলফেয়ার স্মার্ট মার্চেন্ট বিজনেস	**WSMB**	সর্বনিম্ন: ১৫,০০০/- এবং সর্বোচ্চ: ৩০,০০০/-	এককালীন, অফেরতযোগ্য
(২২)	স্মার্ট কমিউনিটি সোস্যাল বিজনেস	**SCSB**	সর্বনিম্ন: ১৫,০০০/- এবং সর্বোচ্চ: ৩০,০০০/-	এককালীন, অফেরতযোগ্য

৭৪। **পভার্টি এলিভিয়েশন পলিসি (Muldhan) রেজিস্ট্রেশন ফি কাঠামো**

ক্রম	প্রোগ্রামের নাম	প্রজেক্ট কোড	নির্ধারিত ফি (BDT)	ফি ধরন
(১)	ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের নগদ মূলধন সহায়তা প্রোগ্রাম	**CCSEP**	সর্বনিম্ন: ৭,৫০০/- এবং সর্বোচ্চ: ১৫,০০০/-	এককালীন, অফেরতযোগ্য
(২)	স্মার্ট উদ্যোক্তার খোঁজে প্রোগ্রাম	**SUKP**	সর্বনিম্ন: ১০,৫০০/- এবং সর্বোচ্চ: ২১,০০০/-	এককালীন, অফেরতযোগ্য
(৩)	খরচ কমাই প্রোগ্রাম	KKP	সর্বনিম্ন: ১১,৫০০/- এবং সর্বোচ্চ: ২৩,০০০/-	এককালীন, অফেরতযোগ্য
(৪)	স্মার্ট পাহাড় বাজার প্রোগ্রাম	**SPBP**	সর্বনিম্ন: ১২,৫০০/- এবং সর্বোচ্চ: ২৫,০০০/-	এককালীন, অফেরতযোগ্য
(৫)	চলেন স্মার্ট ব্যবসা করি প্রোগ্রাম	**CSBKP**	সর্বনিম্ন: ১৩,৫০০/- এবং সর্বোচ্চ: ২৭,০০০/-	এককালীন, অফেরতযোগ্য
(৬)	আমাদের স্মার্ট গ্রিন ভ্যালি প্রোগ্রাম	**ASGVP**	সর্বনিম্ন: ১৪,৫০০/- এবং সর্বোচ্চ: ২৯,০০০/-	এককালীন, অফেরতযোগ্য

৭৫। **ওয়েলফেয়ার স্মার্ট গভর্নমেন্ট বাস্তবায়ন রেজিস্ট্রেশন ফি কাঠামো**

ক্রম	প্রোগ্রামের নাম	প্রজেক্ট কোড	নির্ধারিত ফি (BDT)	ফি ধরন
(১)	মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর ও সরকারি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ	MDDGI	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে	এককালীন, অফেরতযোগ্য
(২)	স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, পাবলিক নন-ফিন্যান্সিয়াল কর্পোরেশনসমূহ	ASSPNC	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে	এককালীন, অফেরতযোগ্য
(৩)	দেশ ও বিদেশের এনজিও সমূহ	NCA	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে	এককালীন, অফেরতযোগ্য
(৪)	দেশ ও বিদেশের কোম্পানিসমূহ	DFC	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে	এককালীন, অফেরতযোগ্য

৭৬। সংগঠন অন্তর্ভুক্তকরণ কমিউনিটি রেজিস্ট্রেশন ফি কাঠামো

ক্রম	প্রোগ্রামের নাম	প্রজেক্ট কোড	নির্ধারিত ফি (BDT)	ফি ধরন
(১)	ইউনিয়ন ভিত্তিক সংগঠন অন্তর্ভুক্তিকরণ	IUO	সর্বনিম্ন: ৭,৫০০/- এবং সর্বোচ্চ: ১৫,০০০/-	এককালীন, অফেরতযোগ্য
(২)	উপজেলা ভিত্তিক সংগঠন অন্তর্ভুক্তিকরণ	IUO	সর্বনিম্ন: ১৫,০০০/- এবং সর্বোচ্চ: ৩০,০০০/-	এককালীন, অফেরতযোগ্য
(৩)	জেলা ভিত্তিক সংগঠন অন্তর্ভুক্তিকরণ	IDO	সর্বনিম্ন: ৩০,০০০/- এবং সর্বোচ্চ: ৬০,০০০/-	এককালীন, অফেরতযোগ্য
(৪)	বিভাগ ভিত্তিক সংগঠন অন্তর্ভুক্তিকরণ	IDO	সর্বনিম্ন: ৫০,০০০/- এবং সর্বোচ্চ: ১,০০,০০০/-	এককালীন, অফেরতযোগ্য
(৫)	জাতীয় পর্যায় সংগঠন অন্তর্ভুক্তিকরণ	INO	সর্বনিম্ন: ৭৫,০০০/- এবং সর্বোচ্চ: ১,৫০,০০০/-	এককালীন, অফেরতযোগ্য
(৬)	আন্তর্জাতিক পর্যায় সংগঠন অন্তর্ভুক্তিকরণ	IIO	সর্বনিম্ন: ১,৫০,০০০/- এবং সর্বোচ্চ: ৩,০০,০০০/-	এককালীন, অফেরতযোগ্য

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নীতি ও পদ্ধতি

৭৭। প্রকল্প গ্রহণের মানদণ্ড (Project Selection Criteria)

প্রকল্প গ্রহণে স্থানীয় চাহিদা ও অংশগ্রহণমূলক মূল্যায়নকে গুরুত্ব দেওয়া হবে, নির্বাচনে প্রাসঙ্গিকতা, বাস্তবায়নযোগ্যতা, ব্যয়-সাশ্রয়িতা ও পরিবেশগত প্রভাব বিবেচিত হবে এবং প্রকল্পটি জনকল্যাণ ও প্রান্তিক জনগণের উপযোগী হবে।

৭৮। পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কাঠামো

প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারি, বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক সংস্থার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে, স্থানীয় জনগণ, বিশেষ করে নারীদের সক্রিয় সম্পৃক্ততা অগ্রাধিকার পাবে এবং অংশীদারদের সঙ্গে MoU বা চুক্তির মাধ্যমে দায়িত্ব বণ্টন করা হবে।

৭৯। মানবসম্পদ ও দক্ষতা উন্নয়ন

প্রকল্প বাস্তবায়নে দক্ষ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও দায়িত্বশীল জনবল নিয়োজিত থাকবে এবং তাদের জন্য প্রয়োজনীয় ও ধারাবাহিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে।

৮০। অর্থনৈতিক নীতি ও স্বচ্ছতা

প্রতিটি প্রকল্পের জন্য পৃথক বাজেট থাকবে, ব্যয়ের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে নিয়মিত নিরীক্ষা ও আর্থিক প্রতিবেদন দেওয়া হবে এবং অপচয় বা অনিয়ম রোধে কার্যকর তদারকি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৮১। বাস্তবায়ন পদ্ধতি ও সময়সূচি

ধাপে ধাপে নির্ধারিত লক্ষ্য ও সময়সীমা অনুযায়ী কাজ বাস্তবায়নের জন্য বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা ও টাইমলাইন তৈরি করা হবে এবং প্রতিটি ধাপ শেষে অগ্রগতি মূল্যায়ন করা হবে।

৮২। তদারকি, মূল্যায়ন ও মান নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

নির্ধারিত সূচক অনুযায়ী প্রকল্পের অগ্রগতি, গুণগত মান ও কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করা হবে, প্রয়োজন অনুযায়ী কৌশলগত পরিবর্তন আনা হবে এবং নিয়মিত মাসিক, ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন দাখিল নিশ্চিত করা হবে।

৮৩। পরিবেশগত ও সামাজিক দায়বদ্ধতা

প্রকল্প বাস্তবায়নে পরিবেশবান্ধব কার্যক্রম ও ন্যায্যতা বজায় রাখা হবে, ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের জন্য সহায়তা নিশ্চিত করা হবে এবং প্রকল্প গ্রহণের আগে পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন করা হবে।

৮৪। লিঙ্গ সমতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি

প্রকল্পে নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী ও প্রান্তিক জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে, প্রশিক্ষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে লিঙ্গসমতা বজায় রাখা হবে এবং লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৮৫। প্রযুক্তি ব্যবহার ও উদ্ভাবনী কৌশল

প্রকল্পে তথ্যপ্রযুক্তি, ডিজিটাল সেবা ও MIS ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ করা হবে এবং স্থানীয় উদ্ভাবন ও কম খরচের টেকসই প্রযুক্তির সংমিশ্রণ নিশ্চিত করা হবে।

৮৬। প্রকল্প বাস্তবায়নে দুর্যোগ প্রস্তুতি ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

প্রকল্পে ঝুঁকি চিহ্নিত ও বিশ্লেষণ করা হবে, ঝুঁকি প্রশমন পরিকল্পনা থাকবে, এবং জরুরি পরিস্থিতির জন্য কার্যকর Contingency Plan প্রস্তুত ও প্রয়োগযোগ্য রাখা হবে।

৮৭। প্রতিবেদন ও জবাবদিহি

সকল প্রকল্পে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে নিরবচ্ছিন্ন তথ্যপ্রবাহ বজায় রাখা হবে, প্রকল্পের তথ্য জনসাধারণের জন্য প্রকাশযোগ্য করা হবে এবং তথ্য ও প্রতিবেদন সংরক্ষণ ও নিরীক্ষার জন্য সঠিক রেকর্ড রাখা হবে।

৮৮। স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে সমন্বয়

প্রকল্প বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমন্বয় বজায় রাখা হবে এবং সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধিদের মতামত গ্রহণ, তথ্য বিনিময় ও অবহিতকরণ নিশ্চিত করা হবে।

৮৯। প্রতিনিয়ত শেখা ও অভিযোজন (Learning and Adaptation)

প্রকল্প বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যত পরিকল্পনায় প্রয়োগ করা হবে, এবং প্রয়োজন অনুযায়ী কৌশল পরিবর্তন বা অভিযোজিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৯০। ওয়ার্কিং সেক্টরভিত্তিক কার্যক্রমসমূহের মেয়াদকাল

প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রমসমূহ নির্ধারিত সময়কাল অনুসরণ করে বাস্তবায়ন করা হবে। এর মধ্যে সোশ্যাল সার্ভিসেস (Social Services) কার্যক্রমের মেয়াদ- ২০২২ থেকে ২০৫০ সাল পর্যন্ত এবং সোশ্যাল বিজনেস (Social Business) কার্যক্রমের মেয়াদ- ২০২৩ থেকে ২০৫০ সাল পর্যন্ত। প্রয়োজন অনুযায়ী এই সময়কাল প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বৃদ্ধি বা হ্রাস করা যেতে পারে।

৯১। প্রকল্প ও কর্মসূচির মেয়াদকাল

প্রতিষ্ঠানের অধীন পরিচালিত বিভিন্ন ওয়ার্কিং সেক্টর ও প্রকল্পসমূহ নির্ধারিত সময়সীমা বা মেয়াদকালের আওতায় পরিচালিত হবে। এই সময়সীমাগুলো পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন এবং টেকসইতা যাচাইয়ের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন-

ক্রম	প্রকল্পের নাম	মেয়াদকাল	সময়সীমা
(১)	Smart Education Program	অতিদীর্ঘমেয়াদি	২০২৩ - ২০৫০
(২)	Smart Agriculture Program	অতিদীর্ঘমেয়াদি	২০২৩ - ২০৫০
(৩)	CSS: Community Social Services	অতিদীর্ঘমেয়াদি	২০২২ - ২০৫০

ক্রম	প্রকল্পের নাম	মেয়াদকাল	সময়সীমা
(৪)	SDP: Sustainable Development Policy	অতিদীর্ঘমেয়াদি	২০২২ - ২০৩৭
(৫)	SEDP: Social & Economic Development Policy	অতিদীর্ঘমেয়াদি	২০২২ - ২০৪৭
(৬)	Muldhan: Poverty Alleviation Policy	অতিদীর্ঘমেয়াদি	২০২৩ - ২০৪৮
(৭)	Smart Government (Govt-NGO-Company Collaboration)	অতিদীর্ঘমেয়াদি	২০২৩ - ২০৫০
(৮)	Social Business	অতিদীর্ঘমেয়াদি	২০২৩ - ২০৫০
(৯)	OIC: Organization Inclusion Community	অতিদীর্ঘমেয়াদি	২০২৪ - ২০৫০

৯২। মেয়াদকালের বৃদ্ধি ও হ্রাস

প্রয়োজন ও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায়, প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রমের মেয়াদকাল সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নির্ধারিত হবে। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন ও হস্তান্তর সম্পন্ন করতে হবে। প্রয়োজনে মধ্যবর্তী মূল্যায়নের ভিত্তিতে মেয়াদকাল বৃদ্ধি বা হ্রাস করা যেতে পারে। মেয়াদকাল পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত পরিচালনা পর্ষদের সভায় অনুমোদনের ভিত্তিতে গৃহীত হবে। সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে অবহিত করে প্রয়োজনীয় নথিপত্র হালনাগাদ করতে হবে। ওয়ার্কিং সেক্টরভিত্তিক কার্যক্রম বা প্রকল্প ও কর্মসূচির ক্ষেত্রে- যেমন: উন্নয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন, নাম পরিবর্তন বা একীভূতকরণ ইত্যাদি- মেয়াদকাল পরিবর্তনের ক্ষমতা কর্তৃপক্ষের থাকবে এবং চূড়ান্ত অনুমোদনের পর তা কার্যকর হবে।

৯৩। প্রোডাক্ট, পরিষেবা অথবা নগদ অর্থ বরাদ্দ তালিকা প্রস্তুতকরণ

প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রমের আওতায় রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশনপ্রাপ্ত সদস্যদের জন্য প্রতি বছর ২ (দুই) বার প্রোডাক্ট, পরিষেবা অথবা নগদ অর্থ বরাদ্দ তালিকা প্রস্তুত করা হবে। এই বরাদ্দ তালিকা প্রকল্প/কর্মসূচি অনুযায়ী উপকারভোগী সদস্যদের চাহিদা, অগ্রাধিকার, কর্মক্ষমতা ও প্রাপ্যতার ভিত্তিতে তৈরি করা হবে। বরাদ্দ প্রদানকালে স্বচ্ছতা, ন্যায্যতা ও দাপ্তরিক নীতিমালা অনুসরণ নিশ্চিত করা হবে।

৯৪। প্রোডাক্ট, পরিষেবা ও নগদ অর্থ বরাদ্দ বিতরণ পদ্ধতি

স্বপ্রণোদিতভাবে এককালীন অফেরতযোগ্য রেজিস্ট্রেশন ফি ও সাবস্ক্রিপশন ফি প্রদানকারী সদস্যদের মধ্যে প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রমের ধরণ অনুযায়ী বরাদ্দ বিতরণ করা হবে। এই বরাদ্দ হতে পারে প্রোডাক্ট, পরিষেবা বা নগদ অর্থ, যা দেশি-বিদেশি সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, দাতা সংস্থা, মন্ত্রণালয় বা উন্নয়নমূলক সংগঠন থেকে প্রাপ্ত অনুদান, ঋণ বা

বিনিয়োগের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে। বরাদ্দ বিতরণে স্থানীয় প্রশাসনের সমন্বয়ে অথবা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব বিতরণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বা কার্যক্রমের গাইডলাইন, শর্তাবলি ও ধরণ অনুযায়ী বরাদ্দ প্রদান সম্পন্ন হবে।

৯৫। **প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রমভিত্তিক বোনাস বিতরণ পদ্ধতি**

(১) **প্রচলিত বোনাস:** প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন গাইডলাইন অনুযায়ী, প্রকল্প ও কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে প্রতি ১৮ (আঠার) মাস পর সর্বমোট ১০ (দশ) বার এককালীন বোনাস প্রদান করা হবে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। এই বোনাস Digital E-Value Services বা ডিজিটাল পয়েন্টস সার্ভিসেস-এর মাধ্যমে, প্রতি ৫ (পাঁচ) বছর পর সর্বমোট ৩ (তিন) বার উত্তোলনযোগ্য হবে।

(২) **বিলম্ব বোনাস:** দেশের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, দুর্যোগ, মহামারি বা অন্যান্য কারণে পরিষেবা বিতরণে বিলম্ব হলে, রেজিস্ট্রেশন বা সাবস্ক্রিপশনধারী সদস্য স্বেচ্ছায় আবেদন করলে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী বিলম্ব বোনাস প্রদান করা হবে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। বোনাস উত্তোলন (ক)-উল্লিখিত নিয়ম অনুযায়ী হবে। যদি সদস্য সময়মতো আবেদন করতে ব্যর্থ হন, তবে বিলম্বে বরাদ্দ প্রাপ্তির ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে প্রোডাক্ট, পরিষেবা বা নগদ অর্থ গ্রহণ করতে পারবেন।

(৩) **বিশেষ দিকনির্দেশনা**

(ক) বোনাস সংক্রান্ত সব তথ্য ডিজিটালভাবে সংরক্ষিত থাকবে এবং সদস্যগণ নির্দিষ্ট ওয়েব পোর্টাল বা অ্যাপ ব্যবহার করে তথ্য যাচাই ও আবেদন করতে পারবেন।

(খ) সদস্যদের বোনাস সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম নীতিমালার আওতায় নিরীক্ষা ও তদারকির মধ্যে রাখা হবে।

(গ) বোনাস সংক্রান্ত নিয়মাবলির যেকোনো পরিবর্তন বা হালনাগাদ প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

৯৬। **প্রোডাক্ট, পরিষেবা অথবা নগদ অর্থ বরাদ্দের আওতাভুক্ত যেসব সদস্য**

নিম্নবর্ণিত সদস্যগণ প্রোডাক্ট, পরিষেবা অথবা নগদ অর্থ বরাদ্দ এবং যেকোনো প্রকার বোনাস পাওয়ার যোগ্য হবেন:

ক্রম	সদস্য পরিচিতি	সদস্য কোড	বরাদ্দ প্রাপ্তি অবস্থা
(১)	Welfare Community Member	WCM	বরাদ্দ/বোনাস প্রযোজ্য
(২)	Welfare Students Community	WSC	বরাদ্দ/বোনাস প্রযোজ্য
(৩)	Welfare Farmer Community	WFC	বরাদ্দ/বোনাস প্রযোজ্য

৯৭। বরাদ্দ ও বোনাসের আওতার বাইরে যেসব সদস্য

(১) নিম্নবর্ণিত সদস্যগণ প্রোডাক্ট, পরিষেবা অথবা নগদ অর্থ বরাদ্দ এবং যে কোনো প্রকার বোনাস পাওয়ার যোগ্য হবেন না:

ক্রম	সদস্য পরিচিতি	সদস্য কোড	বরাদ্দ প্রাপ্তি অবস্থা
(১)	Welfare Employee Community	WEC	বরাদ্দ/বোনাস প্রযোজ্য নয়
(২)	Welfare Entrepreneur Community	WEC	বরাদ্দ/বোনাস প্রযোজ্য নয়
(৩)	Welfare Affiliate Marketer Community	WAMC	বরাদ্দ/বোনাস প্রযোজ্য নয়
(৪)	Welfare Direct Seller Community	WDSC	বরাদ্দ/বোনাস প্রযোজ্য নয়
(৫)	Welfare Family Management	WFM	বরাদ্দ/বোনাস প্রযোজ্য নয়

(২) উপরোক্ত সদস্যগণ মূলত পরিচালনা, বাস্তবায়ন, বিতরণ কিংবা উদ্যোক্তা পর্যায়ের অংশীদার হিসেবে কাজ করেন; অতএব তাদের জন্য সরাসরি আর্থিক বরাদ্দ বা বোনাস প্রাপ্তি প্রযোজ্য নয়। তাদের ভূমিকা সামাজিক অবদান ও অংশগ্রহণমূলক দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে মূল্যায়নযোগ্য।

(৩) এই নীতিমালা সংশ্লিষ্ট সদস্যদের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতার ভিত্তিতে দায়িত্ব নির্ধারণ এবং প্রাপ্যতা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে।

(৪) প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনবোধে বরাদ্দ বা বোনাস সংক্রান্ত যোগ্যতা ও অযোগ্যতা সংজ্ঞা হালনাগাদ করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

৯৮। প্রোডাক্ট বা সার্ভিস রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন পদ্ধতি

প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত নিয়ম, গাইডলাইন ও প্রক্রিয়া অনুযায়ী প্রোডাক্ট বা সার্ভিসের রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। সংশ্লিষ্ট সদস্যদের নির্দিষ্ট ফরম পূরণ, নির্ধারিত ফি প্রদান এবং প্রযোজ্য শর্তাবলি অনুসরণ করতে হবে। প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনে সময়সীমা, ফি কাঠামো বা পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনতে পারবে এবং তা সকল সদস্যদের জন্য কার্যকর হবে।

৯৯। বোনাস, পরিষেবা ও প্রোডাক্ট সংগ্রহ ও বিতরণে চাপ প্রয়োগ ও হয়রানিমূলক আইনি পদক্ষেপ নিষিদ্ধ

প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারি, রাজনৈতিক অস্থিরতা বা অন্যান্য অনিবার্য কারণে বোনাস, পরিষেবা ও প্রোডাক্ট বিতরণে বিলম্ব ঘটতে পারে। এ অবস্থায় কোনো সদস্য, কর্মকর্তা বা সেবাগ্রহীতা কর্তৃপক্ষের ওপর চাপ সৃষ্টি বা হয়রানিমূলক আচরণ কিংবা আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবেন না। বরং প্রতিষ্ঠান নিজস্ব নীতিমালা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে নির্দেশনামূলক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প ও কর্মসূচি অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে বরাদ্দ বিতরণ করবে।

১০০। ওয়েলফেয়ার পরিষেবা ও প্রোডাক্টের গুণগতমান সংক্রান্ত আপত্তি

ওয়েলফেয়ার পরিষেবা ও প্রোডাক্টসমূহ দেশি-বিদেশি সরকারি বা বেসরকারি উৎস থেকে দান-অনুদান হিসেবে সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। তাই বিতরণের পর গুণগতমান সংক্রান্ত যেকোনো আপত্তি, অভিযোগ বা দাবি কোনো অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয় এবং প্রতিষ্ঠান দায়বদ্ধ থাকবে না।

১০১। আইন, বিধি-বিধান ও গঠনতন্ত্র অনুযায়ী প্রকল্প, কর্মসূচি এবং কার্যক্রম বাস্তবায়ন

প্রতিষ্ঠান সকল প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রচলিত আইন, বিধি-বিধান, এবং প্রতিষ্ঠানের Articles of Association ও Memorandum of Association-এর বিধান অনুসারে। প্রয়োজনে, প্রতিষ্ঠান নিজস্ব নীতিমালা, গেজেট বিজ্ঞপ্তি, সমঝোতা চুক্তি, নির্দেশনা বা অনুরূপ কোনো দলিল প্রকাশের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারবে।

সপ্তম অধ্যায়

ওয়েলফেয়ার কমিউনিটি এস্টাব্লিশমেন্ট ও ম্যানেজমেন্ট কাঠামো

১০২। ওয়েলফেয়ার কমিউনিটি কাঠামো

ওয়েলফেয়ার কমিউনিটি এস্টাব্লিশমেন্ট একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, সংগঠিত ও টেকসই সামাজিক কাঠামো গঠনের প্রক্রিয়া, যেখানে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ-বিশেষ করে দরিদ্র, অনগ্রসর ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী- সমবেতভাবে অংশগ্রহণ করে পারস্পরিক সহযোগিতা, কল্যাণমূলক সেবা ও সামাজিক ব্যবসার মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করে। এই কাঠামো স্থানীয় সম্পদ, নেতৃত্ব ও অংশীদারিত্বমূলক ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে পরিচালিত হয় এবং একটি ন্যায়ভিত্তিক, মর্যাদাপূর্ণ ও টেকসই সমাজ গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

১০৩। ওয়েলফেয়ার কমিউনিটি সদস্য শ্রেণিবিন্যাস

ওয়েলফেয়ার কমিউনিটির সদস্যদের নিম্নরূপ শ্রেণিবিন্যাস করা হবে, যাতে তাদের ভূমিকা, অধিকার এবং সুবিধাসমূহ স্পষ্টভাবে নির্ধারিত হয়:

(১) **সাধারণ সদস্য:** ব্যক্তি বা পরিবারভিত্তিক রেজিস্ট্রেশন সম্পন্নকারী সদস্যগণ, যারা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত সাধারণ সেবা, কার্যক্রম ও সুযোগ-সুবিধা গ্রহণে আগ্রহী।

(২) **প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য:** বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (NGO), কোম্পানি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোনো নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান যারা যৌথভাবে কার্যক্রম পরিচালনায় আগ্রহী।

(৩) **বিশেষ সুবিধাভোগী সদস্য:** দরিদ্র, পিছিয়ে পড়া, প্রতিবন্ধী, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বা বিশেষভাবে বিবেচ্য জনগোষ্ঠী, যারা স্বল্প ফি বা বিনামূল্যে সদস্যপদ প্রাপ্তির মাধ্যমে বিশেষ সহায়তা ও সেবা গ্রহণ করবেন।

(৪) **অংশীদার সদস্য:** যেসব সংস্থা বা কোম্পানি চুক্তিভিত্তিক অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প বা কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করবে এবং যৌথ উদ্যোগে অংশগ্রহণ করবে।

(৫) **আজীবন সদস্য:** এককালীন নির্ধারিত অনুদান বা অর্থ প্রদানকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, যারা আজীবনের জন্য সম্মানসূচক সদস্যপদ প্রাপ্ত হবেন এবং প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত পরামর্শ বা অভিজ্ঞতা বিনিময়ে সম্পৃক্ত থাকবেন।

(৬) **কমিউনিটিভিত্তিক রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন সদস্য শ্রেণিবিন্যাস**

প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য অনুযায়ী বিভিন্ন পেশা, বয়স, অবস্থা ও কার্যক্রমভিত্তিক সদস্যদের জন্য নিচের মতো কমিউনিটি ভিত্তিক রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন ক্যাটাগরি নির্ধারণ করা হলো:

(ক) **Welfare Community Member:** সাধারণ সদস্য যারা সমাজকল্যাণ ও আর্থসামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক। এরা বিভিন্ন প্রকল্প, সেবা ও কর্মসূচির সুবিধাভোগী এবং সক্রিয় অংশীদার হতে পারবেন।

(খ) **Welfare Students Community:** বিদ্যালয়, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীরা এই ক্যাটাগরির আওতায় রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে। এদের জন্য শিক্ষা সহায়তা, স্কলারশিপ, ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং ও স্কিল ডেভেলপমেন্ট কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

(গ) **Welfare Farmer Community:** প্রান্তিক ও মাঝারি কৃষক, খামারি, মৎস্যচাষি এবং কৃষিজ পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিরা এই ক্যাটাগরির আওতায় রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন। কৃষি উপকরণ, প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি, বাজার সংযোগ ও আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে।

(ঘ) **Welfare Employee Community:** প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মজীবী ব্যক্তিদের জন্য এ ক্যাটাগরি। কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা, দক্ষতা উন্নয়ন, শ্রমিক অধিকার এবং সঞ্চয় ও পেনশন স্কিমে অন্তর্ভুক্তির সুবিধা থাকবে।

(ঙ) **Welfare Entrepreneur Community:** উদ্যোক্তা, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ী, স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠাতা এবং স্বনির্ভর কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারীরা এই ক্যাটাগরিতে রেজিস্ট্রেশন করবেন। ব্যবসা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, পরামর্শ, বিনিয়োগ সংযোগ এবং ইনকিউবেশন সুবিধা থাকবে।

(চ) **Welfare Affiliate Marketer Community:** অনলাইন মার্কেটিং ও অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিংয়ে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য এই শ্রেণি। এদের জন্য ডিজিটাল মার্কেটিং প্রশিক্ষণ, প্রোডাক্ট প্ল্যাটফর্মে সংযুক্তি, কমিশন ব্যবস্থাপনা ও মূল্যায়ন কাঠামো থাকবে।

(ছ) **Welfare Direct Seller Community:** প্রত্যক্ষ বিক্রয়ের মাধ্যমে পণ্য বা সেবা সরবরাহকারীদের জন্য নির্দিষ্ট ক্যাটাগরি। প্রোডাক্ট লাইসেন্স, বিক্রয় দক্ষতা উন্নয়ন, রেফারেল ইনসেনটিভ ও মনিটরিং ব্যবস্থাপনা থাকবে।

(জ) **Welfare Family Management:** ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি ম্যানেজমেন্ট বলতে সেই ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বোঝানো হবে যিনি রেজিস্ট্রেশন করবেন এবং সকল সেবা ও যোগাযোগের কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীল পর্ষদের সদস্য হবেন।

১০৪। ওয়েলফেয়ার কমিউনিটি সদস্য নবায়ন, স্থগিতকরণ ও বাতিল

নির্ধারিত সময় শেষে সদস্যপদ নবায়ন করতে হবে, বিলম্বে নবায়ন করলে সদস্যপদ স্থগিত হবে এবং অনিয়ম বা ভুয়া তথ্য প্রদানে সদস্যপদ বাতিল হবে।

১০৫। সদস্য সেবা ও সুবিধা (প্রযোজ্য হলে)

সদস্যদের জন্য বার্ষিক সম্মেলন, ইনসেনটিভ বা লয়্যালটি প্রোগ্রাম, সাবস্ক্রিপশন-ভিত্তিক পয়েন্ট/রিওয়ার্ড সিস্টেম এবং ডিজিটাল মেম্বারশিপ কার্ড ও QR কোড সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে।

১০৬। মৃত সদস্যের দায় ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত নীতিমালা

যদি প্রতিষ্ঠানের কোনো কমিউনিটি সদস্য মৃত্যুবরণ করেন, তবে তার মৃত্যুর পর সংশ্লিষ্ট সেবা, দায় বা সুবিধাদি প্রাপ্তির বিষয়ে নিম্নলিখিত নীতিমালা প্রযোজ্য হবে:

(১) **উত্তরাধিকারীর আবেদন:** মৃত সদস্যের বৈধ উত্তরাধিকারী বা অভিভাবক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের নিকট প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ লিখিতভাবে আবেদন করতে পারবেন।

(২) **প্রয়োজনীয় কাগজপত্র:** আবেদনের সঙ্গে নিম্নোক্ত কাগজপত্র সংযুক্ত থাকতে হবে:

(৩) **মৃত সদস্যের মৃত্যুর সনদপত্র**

(ক) বৈধ উত্তরাধিকারীর পরিচয়পত্র ও ছবি;

(খ) পারিবারিক সনদ বা উত্তরাধিকার প্রত্যয়নপত্র (যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত);

(গ) সদস্যপদ সংশ্লিষ্ট নম্বর/ডকুমেন্ট।

(৪) **যাচাই-বাছাই ও সিদ্ধান্ত:** প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ আবেদন যাচাই-বাছাই করে সেবাসমূহ হস্তান্তর, আর্থিক দায়মুক্তি বা সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে অনুমোদন বা বাতিলের পূর্ণ অধিকার সংরক্ষণ করে। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বিবেচিত হবে।

(৫) **সদস্যপদ হস্তান্তর:** যদি মৃত সদস্যের সদস্যপদের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত কোনো বিধান প্রযোজ্য হয়, তবে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে নির্দিষ্ট উত্তরাধিকারীকে সদস্যপদ হস্তান্তরের সুযোগ রাখা যেতে পারে।

(৬) **বিশেষ বিবেচনা:** জরুরি বা মানবিক Grounds-এ কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে নীতিনির্ধারণী সভার অনুমোদনক্রমে পরিচালনা পর্ষদ (Board of Directors) ব্যতিক্রমধর্মী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে।

১০৭। পরিচালনা পর্ষদ (Board of Directors): ক্ষমতা ও কার্যকরী ভূমিকা

পরিচালনা পর্ষদ প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ নীতিনির্ধারণী ও তত্ত্বাবধায়ক কাঠামো হিসেবে কাজ করে। এটি প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য, কৌশল ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও দিকনির্দেশনা প্রদান করে। এর প্রধান দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে: নীতিনির্ধারণ, কার্যক্রম তত্ত্বাবধান, অর্থনৈতিক ও মানবসম্পদ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, আইনগত ও নৈতিক দিকনির্দেশনা প্রদান, এবং উপদেষ্টা কমিটি গঠন। প্রয়োজন অনুযায়ী স্থায়ী, অস্থায়ী বা প্রকল্পভিত্তিক কমিটি গঠন করা যায়, যেখানে অভিজ্ঞ ব্যক্তি, বিশেষজ্ঞ ও স্থানীয় প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এসব কমিটি কারিগরি, প্রশাসনিক ও নীতিগত সহায়তা

প্রদান করে। সম্ভাব্য কমিটিগুলোর মধ্যে রয়েছে: সামাজিক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক, প্রকল্প বাস্তবায়ন মনিটরিং, কারিগরি ও গবেষণা এবং স্থানীয় কমিউনিটি কমিটি। কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে ToR, সময়কাল, কার্যক্ষেত্র, সদস্য যোগ্যতা, জবাবদিহিতা ও বাতিল/পুনর্গঠনের নিয়মাবলি নির্ধারিত থাকে।

(১) ওয়েলফেয়ার ম্যানেজমেন্ট কাঠামো ও পদ সৃজন

ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি ম্যানেজমেন্টের কাঠামো প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট নীতিমালা, লক্ষ্য ও কার্যক্রমের ভিত্তিতে গঠিত হবে। এই কাঠামো প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা ব্যবস্থাকে স্বচ্ছ, সংগঠিত ও কার্যকর করে তুলবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াকে সহজতর করবে। ওয়েলফেয়ার ম্যানেজমেন্ট কাঠামোতে প্রয়োজনীয় পদ যেমন: Board of Directors, চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে, যা প্রতিষ্ঠান কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

(২) বোর্ড অব ডাইরেক্টরস কাঠামোর মূল নীতি ও উদ্দেশ্য

বোর্ড অব ডাইরেক্টরস প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ও তত্ত্বাবধায়ক সংস্থা হিসেবে কাজ করে। এর দায়িত্ব হলো- প্রতিষ্ঠানের কৌশলগত লক্ষ্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়নে দিকনির্দেশনা প্রদান, উচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম মনিটরিং, এবং সম্পদ ও মানবসম্পদের দক্ষ ব্যবস্থাপনায় নীতিমালা প্রণয়ন ও তদারকি নিশ্চিত করা।

(৩) ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি ম্যানেজমেন্ট কাঠামো ও পদ সৃজন

প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা ও কার্যকর ব্যবস্থাপনার জন্য ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি ম্যানেজমেন্টের কাঠামো সম্প্রসারণের সুযোগ থাকবে। এই সম্প্রসারণ ও নতুন পদ সৃজনের অনুমোদন ও বাস্তবায়ন সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব পরিচালনা পর্ষদের (Board of Directors) অধীনে থাকবে। ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি ম্যানেজমেন্ট কাঠামোতে প্রয়োজনীয় পদ সৃজন করতে পারবে।

১০৮। ম্যানেজমেন্ট পদমর্যাদা ও গ্রেড কাঠামো

প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনাগত কার্যক্রম সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদকে দায়িত্ব ও মর্যাদার ভিত্তিতে নিম্নরূপ গ্রেড কাঠামোয় শ্রেণিবিন্যস্ত করা হয়েছে:

ক্রম	পদবির নাম	গ্রেড/মর্যাদা
(১)	Board of Director	সরকারের সচিব মর্যাদা
(২)	চেয়ারম্যান (পরিচালনা পর্ষদ)	সরকারের সচিব মর্যাদা
(৩)	চেয়ারম্যান (ওয়েলফেয়ার ম্যানেজমেন্ট/ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি ম্যানেজমেন্ট)	গ্রেড-১
(৪)	ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (CEO)	গ্রেড-২
(৫)	ডিরেক্টর/ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর	গ্রেড-৩
(৬)	নির্বাহী পরিচালক/প্রকল্প পরিচালক	গ্রেড-৪
(৭)	জেনারেল ম্যানেজার / বিভাগীয় প্রধান	গ্রেড-৫

অস্টম অধ্যায়

অভিযোগ নিষ্পত্তি ও নীতিগত সিদ্ধান্ত

১০৯। বোনাস, পরিষেবা ও প্রোডাক্ট সম্পর্কিত অভিযোগ নিষ্পত্তি

ওয়েলফেয়ার বোনাস, পরিষেবা ও প্রোডাক্ট সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য সদস্যদের প্রতিষ্ঠানের Help and Support Team-এর সাথে যোগাযোগ করতে হবে। অভিযোগ প্রক্রিয়াধীন অবস্থায় অভিযোগকারীকে অবশ্যই ফোন বা ই-মেইলে সক্রিয় থাকতে হবে। নির্ধারিত ১৫ দিনের মধ্যে যদি কোনো মাধ্যমে যোগাযোগ নিশ্চিত করা না যায়, তবে অভিযোগটি নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য হবে।

১১০। ম্যানেজমেন্ট কর্তৃক বিরোধ নিষ্পত্তির পদ্ধতি

প্রতিষ্ঠানে উদ্ভূত বিরোধ বা অভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধানে ম্যানেজমেন্ট একটি কাঠামোবদ্ধ পদ্ধতি অনুসরণ করে। প্রথমে বিরোধের প্রকৃতি ও কারণ সনাক্ত করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের মতামত গ্রহণের মাধ্যমে প্রাথমিক আলোচনা পরিচালিত হয়। পরবর্তী ধাপে সকল পক্ষকে অবহিত করে প্রয়োজনীয় হলে একটি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি তদন্ত ও আলোচনার ভিত্তিতে সুপারিশ তৈরি করে, যা পর্যালোচনা করে ম্যানেজমেন্ট চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে। নিষ্পত্তির কার্যকারিতা মূল্যায়নের মাধ্যমে ফলাফল পর্যালোচনা করা হয় এবং ভবিষ্যতের জন্য পরামর্শ গ্রহণ করা হয়। পুরো প্রক্রিয়ার নথিপত্র সংরক্ষণের মাধ্যমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখা হয়।

১১১। ম্যানেজমেন্ট কর্তৃক রায়ের কার্যকারিতা

ম্যানেজমেন্ট কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ প্রতিষ্ঠানের জন্য নীতিনির্ধারক, প্রভাবশালী ও কার্যকর। এসব সিদ্ধান্ত স্পষ্ট, উদ্দেশ্যভিত্তিক ও সময়োপযোগী হওয়া প্রয়োজন, যাতে কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় এবং বিরোধ বা সমস্যার টেকসই সমাধান নিশ্চিত হয়। সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর্মচারীদের আস্থা ও মনোবল বৃদ্ধি করে, কর্মপরিবেশ উন্নত করে এবং উৎপাদনশীলতা বাড়ায়। এছাড়া, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বিরোধ নিষ্পত্তি থেকে কর্মীরা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ পায়, যা তাদের পেশাদারিত্ব বাড়াতে সহায়ক হয়। এসবের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ সমন্বয় ও স্থিতিশীলতা বজায় থাকে এবং প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জন সহজ হয়।

১১২। বিরোধ বা সংঘর্ষ নিষ্পত্তিতে ম্যানেজমেন্টের এখতিয়ার

প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, শৃঙ্খলা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে ম্যানেজমেন্টের নির্দিষ্ট কিছু এখতিয়ার রয়েছে। প্রথমে বিরোধের প্রকৃতি চিহ্নিত করে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের মতামত গ্রহণ করা হয়। এরপর বিষয়টির গুরুত্ব অনুযায়ী উপযুক্ত নিষ্পত্তি পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়। ম্যানেজমেন্ট পক্ষসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে পারস্পরিক গ্রহণযোগ্য সমাধানে পৌঁছাতে সহায়তা করে এবং প্রয়োজনে গঠনমূলক পরিবর্তন (নীতিগত, প্রক্রিয়াগত বা কাঠামোগত) গ্রহণ করে। নিরপেক্ষ নেতৃত্ব ও মধ্যস্থতা প্রদানের মাধ্যমে টেকসই সমাধান নিশ্চিত করা হয়। সমস্ত প্রক্রিয়ার রিপোর্ট তৈরি ও মূল্যায়নের মাধ্যমে ভবিষ্যতের জন্য উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এ সকল পদক্ষেপ প্রতিষ্ঠানে সুশাসন ও সৌহার্দ্য বজায় রাখতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

নবম অধ্যায়

বিশেষ বিধানবলি

১১৩। পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (PPP) বাস্তবায়ন

প্রতিষ্ঠান সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, বেসরকারি কোম্পানি, এনজিও বা দেশি-বিদেশি দাতা সংস্থার সঙ্গে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ চুক্তি অথবা সমঝোতার মাধ্যমে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনা করতে পারবে।

১১৪। নীতিমালা সংশোধন ও হালনাগাদ

এই নীতিমালার যেকোনো ধারা, উপধারা, অংশ বা শিরোনাম প্রয়োজন অনুযায়ী সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন অথবা একীভূত করতে পারবে।

১১৫। অস্পষ্টতা নিরসন ও অপ্রাসঙ্গিকতা পরিহার

এই নীতিমালার কোনো অস্পষ্টতা থাকলে কর্তৃপক্ষ তা নিরসন করবে। কোনো কর্মকর্তা, কর্মচারী বা ব্যক্তি কর্তৃক মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদান করলে প্রতিষ্ঠানের দায় থাকবে না।

১১৬। সমঝোতা স্মারক (MoU) ও চুক্তি

প্রতিষ্ঠান যেকোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নীতিগত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে MoU এবং অন্যান্য চুক্তি সম্পাদন করে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে পারবে।

১১৭। মনোগ্রাম ও পতাকা ব্যবহারের নির্দেশিকা

প্রতিষ্ঠানের মনোগ্রাম ও মনোগ্রাম সম্বলিত পতাকা নির্ধারিত নিয়মে সফটওয়্যার, অফিস, যানবাহন ও অন্যান্য ব্যবস্থায় ব্যবহৃত হবে। মনোগ্রামের অবমাননা প্রতিরোধে পৃথক নির্দেশিকা অনুসরণযোগ্য হবে।

১১৮। অংশীদার প্রতিষ্ঠানের লোগো ব্যবহারের নির্দেশিকা

চুক্তিবদ্ধ অংশীদারদের লোগো প্রতিষ্ঠান ওয়েবসাইট, সফটওয়্যার, অ্যাপ, অফিসিয়াল ডকুমেন্ট, ব্যানার ইত্যাদিতে ব্যবহার করবে পেশাদারিত্ব বজায় রেখে।

১১৯। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তর

ওয়েলফেয়ার টেকনোলজিস সার্ভিসেস লিমিটেডকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তর করার মাধ্যমে পুঁজিবাজারে অংশগ্রহণ ও বিনিয়োগ সংগ্রহ করতে পারবে।

১২০। গোপনীয়তা ও নৈতিকতা নীতি

সকল ব্যক্তিগত ও সংস্থাগত তথ্য গোপনীয় থাকবে, অভ্যন্তরীণ নথি অনুমতি ব্যতীত প্রকাশ বা বিতরণ নিষিদ্ধ, আচরণবিধি বাধ্যতামূলক, লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য।

১২১। জরুরি সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ব্যবস্থাপনা কমিটি

প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা বিশেষ পরিস্থিতিতে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে “Emergency Management Committee” গঠন করে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

১২২। পর্যালোচনা ও আপত্তি নিষ্পত্তি কমিটি

এই নীতিমালার ধারা, উপধারা বা অ-উপধারা বিষয়ে কোনো আপত্তি দেখা দিলে তা নিষ্পত্তির জন্য একটি স্বতন্ত্র কমিটি গঠন করা হবে, যার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

১২৩। বাংলাদেশ গেজেটে বিজ্ঞপ্তি ও ইংরেজি অনুবাদ

প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন অনুযায়ী বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশ গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে পারবে। ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করা যাবে, তবে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাবে।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব) বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd